NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আমাদের অশান্তি ধনের অভাবে নয়, মনের দারিদ্রে

৬ উইকেটের সেরাটি বেছে নিলেন মহম্মদ সিরাজ ৮

কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.9.2023, Vol.17, Issue No. 100, 8 Pages, Price 3.00

‘দেশের বাইরে আমরা ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়ান’ শিল্পপতিদের আলোচনায় বাদ রাজনীতি

বাংলায় কারখানা গড়বে স্পেনের সংস্থা

বার্সেলোনা, ১৮ সেপ্টেম্বর: ‘দেশের বাইরে আমরা ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়ান। সেই কারণে শিল্প সম্মেলনের কোনও অনুষ্ঠানে রাজনীতির কথা বলিনি।’ স্পেন সফরে রবিবারই বার্সেলোনায় পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সেখানে শিল্পপতি এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় ‘আমরা ইন্ডিয়ান’, এই অবস্থান স্পষ্ট করেন মমতা।

শিল্পে লগ্নি আনতে স্পেন সফরে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় লগ্নি টানতে শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনাও সেরেছেন। জানা গিয়েছে, স্পেনের প্রথম সারির আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা ত্রাভিপস রাজ্যে ইথানল ও রেলওয়ে স্লিপার তৈরির কারখানা গড়ে তুলবে। সংস্থা উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে দৈনিক দুই লক্ষ লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইথানল কারখানা গড়ে তোলার পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়িতে একটি রেলওয়ে স্লিপার কারখানা গড়ে তুলবে বলে জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্পেন সফররত মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও শিল্প সচিব বন্দনা যাদব সহ শিল্পপতিদের এক প্রতিনিধি দল এদিন সেখানকার কন্সটান্টিতে সংস্থার রেলওয়ে স্লিপার তৈরির কারখানাটি পরিদর্শন করেন। পরে সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই রাজ্যে ইথানল কারখানা তৈরির জন্য ১৫০ কোটি এবং রেলওয়ে স্লিপার ইউনিটের জন্য ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে সংস্থার তরফে জানান হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মাদ্রিদে দারুণ সাড়া পেয়েছি। লা লিগাকে কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে একটি টিম কলকাতা যাবে। কিশোর ভারতীর সেটআপ অনেকটাই তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকি যেটুকু দরকার লা লিগার সঙ্গে আলোচনা করে করা হবে।’ রবিবারই বার্সেলোনা এসে পৌঁছেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে ভারতীয়দের সম্মেলনে দেশের ঐক্যকেই তুলে ধরেন বাংলার তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘আমার একটাই মতবাদ, মানবতাবাদ। আর ভিন্ন সংস্কৃতি থাকলেও সবাই একসঙ্গে কাজ করলেই দেশের উন্নতি সম্ভব।’ একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন যা ছুঁয়ে যায় প্রবাসীদের মন। কারণ, এমন সহজ ভাবে কাউকে এটা বলতে শোনা যায়নি। এটাই মমতার ইউএসপি মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন প্রবাসী ভারতীয়রা। সেই অনুষ্ঠানে তামিল, মালয়ালম ভাষাতেও সম্বোধন করতেও দেখা যায় মমতাকে। এক সর্দারজিকে দেখেই যেমন তিনি ‘সৎ শ্রী অকাল’ বলে সম্বোধন করেছেন, তেমনই গুজরাটিতে ‘কেমছ’ উচ্চারণ করেন। বাংলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় ভাষাও বোঝান। শুধু তাই নয়, বলেন নেপালি ভাষাও। এভাবে তাঁর বক্তব্যে, তাঁর কথায় বার্তায় ধরা পড়ে বিভিন্নতার মাঝে একতার বার্তা। যেটা মন ছুঁয়ে যায় প্রবাসীদের।

মমতা বলেন, ‘এটাই ভারতীয় সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।’ বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র কথাও উঠে আসে তাঁর ভাষণে। সেই প্রসঙ্গ উঠলেও কিন্তু বোঝান, সেখানে সব প্রদেশের নেতারা আসেন। মতবিরোধ ভুলে সবাই দেশের জন্য একসুরে বাঁধা। দেশ ও দেশের সংস্কৃতি আসলে এই গেঁথে দেওয়ার কাজ করে। আসল কাজ, সবাইকে নিয়ে দেশের উন্নয়ন। তাঁর বক্তব্যে এসেছে বাংলার উন্নয়ন প্রসঙ্গ। বলেন, ‘৩৪ বছরের শাসনে যা দেখেছিলেন, তার থেকে অনেক বদলে গেছে বাংলা। দিঘার সৈকতের কাছে বিশাল জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে। পুরীতে প্রচুর বাঙালি যান। আমাদের কৃষক, হস্তশিল্পী সেরা। আমরা শুধু উন্নতি চাই, আর কিছু না। সংহতি, প্রত্যেকের মধ্যে ভালোবাসা চাই। সবাই একত্রিত হলেই সব কিছু সম্ভব।’ এরই পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতি, নোবেলজয়ীদের কথাও বললেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রচুর মহিলাও। তাই নারী উন্নয়ন প্রশ্নে বলেন, লোকসভায় আমার দলের ৩৫ শতাংশই মহিলা। পকেট মানি হিসাবে ‘লদীর ভাণ্ডার’ দেওয়া হয়। ‘কন্যাশ্রী’, ‘রূপশ্রী’ দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য স্মার্ট কার্ড আছে। দুই লক্ষ হস্তশিল্পী আছে। দুই লক্ষ লোকপ্রসার শিল্পীকে কাজে লাগানো হয়। এনআরআই বন্ধুদের জন্য ‘আপন বাংলা’ অ্যাপ রয়েছে। বিনিয়োগ করতে চাইলে বা সমস্যায় পড়লে ক্লিক করুন। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যও অ্যাপ রয়েছে। এই সব কর্মকাণ্ড ও বস্তুত ওই এনআরআই দের মন ছুঁয়ে যায়। ওরাও আপন করে নিলেন মমতাকে, যিনি দেশেরও নেত্রী।

পুরনো সংসদ ভবনে শেষ অধিবেশন, আবেগঘন বক্তৃতা প্রধানমন্ত্রীর গলায়

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: সংসদের ৭৫ বছর উদযাপন শুরু হল সোমবার থেকে। সেই উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরনো সংসদ ভবনে এদিন শেষবারের মতো অধিবেশন বসেছে। সেই উপলক্ষ্যে পুরনো ভবনকে বিদায় জানাতে ভাষণ রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন তিনি লোকসভায় বলেন, ‘আজ অনুপ্রেরণামূলক মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। আমরা সবাই এই ঐতিহাসিক ভবনটিকে বিদায় জানাচ্ছি। আমরা নতুন ভবনে চলে যাব, কিন্তু পুরোনো ভবনটি সবসময়ই আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। এই হাউসের মাধ্যমে আমি আবারও দেশের বিজ্ঞানী ও তাদের সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাই।’ প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘জি-২০-এর সাফল্যের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটা ভারতের সাফল্য, কোনও ব্যক্তি বা কোনও দলের সাফল্য নয়। দেশের বিভিন্ন সরকার দেশের গর্ব ও সম্মান বাড়াতে কাজ করেছে। আফ্রিকান ইউনিয়ন যখন জি-২০ এর সদস্যপদ পেয়েছিল, সেই আবেগময় মুহূর্তটি আমি ভুলতে পারি না।’

মোদি বলেন, ‘আজ, সমস্ত ভারতীয়দের অর্জন সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। এটা আমাদের সংসদের ৭৫ বছরের ইতিহাসে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য শুধু ভারতকেই নয় বিশ্বকে গর্বিত করেছে। এটি ভারতের শক্তির একটি নতুন রূপ তুলে ধরেছে। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, আমাদের বিজ্ঞানীদের সম্ভাবনা এবং দেশের ১৪০ কোটি মানুষের শক্তির সাথে যুক্ত এটা। আজ আমি আবারও আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাতে চাই।’

তাঁর কথায়, এটা আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয় যে আজ ভারত বিশ্ব বন্ধু হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে। সারা বিশ্ব আজ বন্ধু হিসাবে খুঁজছে ভারতে। এই হাউসে বিদায় নেওয়া একটি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ মুহূর্ত। পরিবার পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে গেলেও অনেক স্মৃতি নাড়া দেয় কয়েক মুহূর্তের জন্য। স্বাধীনতার আগে এই ভবনটি ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আসন ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর এটি সংসদ ভবন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এটা সত্য যে এই ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত ছিল বিদেশি শাসকদের। কিন্তু আমরা এটা কখনও ভুলতে পারি না এবং আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই ভবনটি নির্মাণে আমার দেশবাসী ঘাম ঝরিয়েছেন। আমার দেশবাসীর পরিশ্রম এবং অর্থও আমার দেশের মানুষের।’ ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘যখন সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল, তখন এই হামলা কোনও ভবনে ছিল না, বরং এটি গণতন্ত্রের মা, আমাদের জীবন্ত আত্মার উপর আক্রমণ ছিল। সে ঘটনা দেশ কখনও ভুলতে পারবে না। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় সংসদ এবং এর সমস্ত সদস্যদের রক্ষা করার জন্য যারা বুকে বুলেট নিয়েছিলেন আমি তাদেরও স্যালুট জানাই।’

অনুব্রত মামলায় সিবিআইকে নোটিস

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: অনুব্রত মণ্ডলের জামিন সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চায় দেশের শীর্ষ আদালত। তারপরই সিদ্ধান্ত হবে অনুব্রতর জামিনের ব্যাপারে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন অনুব্রত। তবে তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন অনুব্রত

মণ্ডলের আইনজীবী। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সিবিআইকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার জানায়, অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে গোরু পাচার মামলার তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জানার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই এই নোটিস জারি। কারণ, তদন্তের গতি প্রকৃতি জানার পরেই অনুব্রত মণ্ডলের জামিন সংক্রান্ত বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

মানিক-সিবিআই যোগ!

সন্দেহ প্রকাশ করে ভৎর্সনা বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের বিষয়ে সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নিয়োগ মামলায় ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কি কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআইয়ের কোনও ‘বোঝাপড়া’ হয়েছিল? সোমবার তেমনই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতির প্রশ্ন, লোকসভা ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কি মানিকের বিষয়ে তাঁরা পদক্ষেপ করবেন? প্রাথমিকের দুর্নীতি মামলার সম্পূর্ণ কেস ডায়েরি সিবিআইকে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় তা জমা দিতে হবে। সিবিআইয়ের তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সোমবার দুপুর ২টোর মধ্যে সিবিআইকে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, অনেক প্রভাবশালী নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রী এবং জনপ্রতিনিধির নাম তালিকায় উঠে এসেছে। যা দেখে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ‘এ তো সব মহাপুরুষের নাম! কবে জেরা করবেন? লোকসভা ভোট মিটে গেলে!’

আদালত সূত্রে খবর, সোমবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাথমিক পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে নিয়ে যে রিপোর্ট জমা দেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তা দেখেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে, রিপোর্টে যে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত ‘মামুলি’। ক্যাজুয়াল আচরণ করছে সিবিআই এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

এদিন আদালতে রিপোর্ট দেখে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘মানিক ভট্টাচার্যকে কোন দিন হেপাজতে নেয়নি সিবিআই। আমার নির্দেশের পরেও সিবিআই মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। দীর্ঘদিন ছেড়ে রেখে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে সিবিআই-এর অফিসারদের সঙ্গে মানিক ভট্টাচার্যের কোন সমঝোতা হয়েছে।’ এরই পাশাপাশি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট কোনও সুরক্ষা কবচ দিয়েছে কিন্তু জেরা করতে তো বারণ করেনি। তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কেন?’

নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে মৃত্যু তিন জনের, অসুস্থ আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিহরপাড়া: নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাঙ্ক হয়ে উঠেছিল মরণ কূপ। সেখানে নেমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল তিন জনের। উদ্ধারকাজে সহায়তা করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ আরও দু’জন। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ট্যাঙ্কে তৈরি প্রাথমিক অনুমান, বিষাক্ত গ্যাসেই মৃত্যু হয়েছে তিন জনের।’

গ্রামের আরসেলিম শেখের বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ করছিলেন রাজমিস্ত্রি। ইটের গাঁথনি দীর্ঘদিন আগে হলেও দিন পনেরো আগে ঢালাই করা হয়েছিল। সেদিন তারাও অচৈতন্য হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে ইটভাটা থেকে আসে একটি জেসিবি। জেসিবি আসার আগেই জীবনের ঝুঁকি রুহুল ও রবিউলকে উপরে নিয়ে আসেন ওই গ্রামের যুবক আবদুল মান্নান। জেসিবি দিয়ে তোলা হয় বাকি তিন জনকে।

হওয়া বিষাক্ত গ্যাসের জেরেই তাঁদের মৃত্যু হয়। সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মাদারতলায়। উদ্ধারে দেরি হওয়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন জনের। মৃতদের নাম রজম আলি (৪০), মাজারুল শেখ(২৮), মনিরুল শেখ(৩২)। তিন জনেরই বাড়ি হরিহরপাড়া থানার মাদারতলা। উদ্ধারে নেমে গুরুতর অসুস্থ দু’জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হরিহরপাড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ‘কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। পুলিশ ও চিকিৎসকদের থেকেই বন্ধ ছিল প্রায় আট ফুট গভীরতার সেপটিক ট্যাঙ্ক। সোমবার সকালে দু’জন শ্রমিককে নিয়ে সেন্টারিংয়ের পাটাতন খুলতে যান রজব আলি। প্রথমে নীচে নামেই রজব। কিছুক্ষন পরে তার কোন সাড়াশব্দ না মেলায় নীচে নামেন মাজারুল শেখ। একইভাবে তারও কিছুক্ষন পর নীচে নামেন মনিরুল শেখ। তিন জনেই নীচে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা উদ্ধার কাজে হাত দেন। চেম্বারের উপরের ঢালাই ভেঙে দেখা যায় তিন জনই চেম্বারের নীচে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উদ্ধার কাজে নীচে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়েন রুহুল শেখ ও রবিউল শেখ। পাঁচ জনকেই হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হলে চিকিৎসকরা তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু’জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত মনিরুলের কাকা সরিফুল শেখ বলেন, ‘চেম্বারে নামার আগে ওদের আগুন জ্বালিয়ে তারপরই নামা উচিত ছিল। সেই ভুলেরই খেসারত দিতে হল।’ মাজারুলের কাকা হায়দার শেখ বলেন, ‘এই ঘটনায় গৃহস্তের কোন দোষ দিতে পারব না।’ আজ দুপুরে ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। তিন মৃতদেহ লাইন করে গ্রামে ঢুকতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন।

নিম্নচাপ অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তে ভাসতে পারে বঙ্গের জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে নিম্নচাপ অক্ষরেখা, অন্য দিকে, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত। তার জেরে সপ্তাহভর বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হল দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবারের মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার কথা। তার জেরেই ভিজবে মূলত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলি। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা মঙ্গল ও বুধবার। বৃষ্টির জেরে আগামী দু’দিনে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।

শুক্রবারের পর থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। বুধবারে দার্জিলিং কালিম্পং-সহ পার্বত্য এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরের কিছু অংশে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি ২৫ শতাংশ। এদিকে কলকাতা-সহ জেলাগুলিতে আসন্ন দুর্গাপুজোর বাজার শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর বাকি আর দিন ৩০। এর মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাসে দোকানীরা হতাশায়।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল ২ বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: খেলাধুলোর পর গঙ্গায় স্নান করতে নেমে স্রোতে ভেসে গেলেন ৩ জন। এক জনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকি দু’জন তলিয়ে গিয়েছে। সোমবার হাওড়ার সাঁকরাইলের রাজগঞ্জে গঙ্গার ঘাটে ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ১২টা নাগাদ তিন কিশোর গঙ্গায় স্নান করতে আসে। তিন জনকেই স্রোতের টানে ডুবে যেতে দেখে এক মাঝি উদ্ধারকাজে এগিয়ে যান। এক জনকে তিনি উদ্ধার করেন। কিন্তু ওই কিশোরের বাকি দুই সঙ্গী স্রোতের টানে ভেসে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, যে দু’জন গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে, তাদের নাম বিনীত সিংহ এবং প্রিয়াংশু সিংহ। ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ইদানীং বৃষ্টির জেরে গঙ্গায় জল ও স্রোত প্রবল। তার জেরে উদ্ধারকাজেও সমস্যা হয়।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I **Somnath Pal** S/o Surajit Pal residing at 23, Baganiya Para Lane, Ward no. 13 of Nabadwip Municipality. P.O.+ P.S. - Nabadwip, Dist-Nadia, Pin- 741302 do hereby declare that **Somnath Pal S/o Surajit Pal** and **Somnath Paul S/o Surajit Paul** are the same and one identical person vide affidavit before the notary public at Nabadwip, Nadia, dated-15/09/2023.

CHANGE OF NAME

I MD. Hamza Khan S/o Shahadutullah Khan resident of 12/H/1, Colootola Lane, C R Avenue, PS Jorasanko,Kolkata 700073. declare that my mother's actual & original name is Afrin Khan, but in my birth certificate Reg No.I/05/1998/ 20584 (Old Regn No:1067) dtd 30/04/1998 my mother name has been wrongly recorded as Afreen Nigar Alias Afrin Khan in place of Afrin Khan. Afrin Khan and Afreen Nigar Alias Afrin Khan is the same and one identical person vide affidavit before Notary Public at Sealdah on 18/09/2023.

নাম পরিবর্তন

আমি Rimpa Saha স্বামী Susamay Saha ঠিকানা Kamalpur, Kaugachi, Shyamnagar, Paltapara, P.O- Shyamnagar, P.S- Basudebpur, N24 Pgs, Pin-743127 এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার মা এর সঠিক নাম Anjali Halder, কিন্তু আমার বার্থ সার্টিফিকেট Regd. No. (SL.No)-14 Dated 30.08.1994 এ আমার মায়ের নাম Anjali Halder এর পরিবর্তে ভুলবশত Anju Halder হয়ে গেছে। গত 15.09.2023 তারিখে এল.ডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস ব্যারাকপুর কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Anjali Halder এবং Anju Halder বর্তমানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- ঝাড়গ্রাম জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত
২৩ নং জে. মিস (সাকশেশন সার্টিফিকেট) নং ২০২২
সৌভিক কুমার ঘোষাল
..... দরখাস্তকারী
বনাম
শ্রাবনী ঘোষাল প্রঃ জ্যোর্তিরময়ী দেবী
.....প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা শিলদা গ্রামের সকল অধিবাসী কে অবগত করা যায় যে, আপনাদের গ্রামের অধিবাসী 'বিপ্লব কুমার ঘোষাল এর গচ্ছিত State Bank of India, Belpahari Branch, Vill+P.O- Belpahari, Dist- Jhargram S/B Account No 31897418732 থাকা মঃ ৬.০৬,৩০৫.৬০/- টাকা এবং Department of Posts, Silda Branch, Vill & P.O- Silda, Dist- Jhargram S/B Account No - 9080924971 থাকা মঃ ৭,০৭,২৬৭.০০/- টাকা মৃত বিপ্লব কুমার ঘোষাল এর একমাত্র ওয়ারিশ হওয়ায় এবং হুজুর আদালতে উক্ত গচ্ছিত টাকা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি কাহারও আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ইং 18.10.23 তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার উপযুক্ত উকিল বাবু দ্বারা কারন দর্শাইবেন অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে ।

আদেশানুসারে
Animesh Bera
সেরেস্তাদার
ডিঃ ডেলিগেট জর্জ আদালত, Civil Judge (Jr. Divn), ঝাড়গ্রাম

CHANGE OF NAME

I, Kailash Kumar Agarwal, s/o - Banwari Lal Agarwal , residing at 157/1, New Station Road, Uttarpara, Kotrung (M), Hindmotor, Serampur, Hooghly, West Bengal, Pin-712233, do hereby declare vide affidavit No.1067 before the Learned 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata dated 13.09.2023 that in my shares certificate issued by Reliance Industries Ltd, my name is wrongly recorded as Kailash Kumar Bhimrajka in place of Kailash Kumar Agarwal. My actual and correct name is Kailash Kumar Agarwal. Kailash Kumar Agarwal and Kailash Kumar Bhimrajka is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৯ শে সেপ্টেম্বর। ১ লা আশ্বিন, মঙ্গলবার । সৌভাগ্য চতুর্থী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তোরী রাহুর র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, দিবা ১২ -২২ র পর ত্রিপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : প্রতিবেশীর সাথে হঠাৎ করে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসাটি যেভাবে সাজাবেন ভেবেছিলেন, তাতে কিছু বাধা পড়বে। আজ সতর্ক থাকা ভালো, দূর সম্পর্কের আত্মীয় থেকে। হঠাৎ করে অপরিচিত ফোন কল না ধরা শুভ। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। একদম সকালে বাজার করাকে কেন্দ্র করে পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সম্ভাবনা। নিজেগৃহ মন্দিরে একমুষ্টি আতপ চাল ও প্রদীপ দান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। যারা পোস্ট ত্মদ্রত্বন্ঠদ্রন্খন্ঠত্র বা ডক্টরেট করার জন্য, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য শুভ। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে শুভ যোগ তৈরি হবে। ঋণ দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দেবী মহাকালী চরণে লাল জবা দিন। শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ দিনটি খুবই শুভ হবে। কর্মের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের কর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ। ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। পরিবারে জটিল যে সমস্যা ছিল তার সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : শুভ হবে। আজ পুরাতন বান্ধবী দ্বারা লাভ প্রাপ্তির দিন। প্রেম নিবেদন করবেন ভেবেছিলেন আজ শুভ দিন। প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য অতীব শুভ দিন, বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাণিজ্যে সতর্কতা প্রয়োজন। গ্রহ সংস্থান, যা রয়েছে তাতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। যারা উচ্চবিদ্যায় আছেন, তাদের বাধা পড়বে। আজ সারাদিন দৌড়োদৌড়ি হবে কাজ হবে না। আজ প্রবীণ নাগরিকদের যুক্তি মানলে হয়তো এগিয়ে যেতে পারবেন। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ গৃহকলহ। দেবী তারার মন্ত্রে প্রদীপ জ্বালুন, গৃহ মন্দিরে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ সতর্ক হয়ে পথ চলুন। আজ ছোট্ট একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় আকার ধারণ করতে পারে। যে স্বজনকে আপনি পছন্দ করতেন না, হঠাৎ করে আজ তার ফোন কলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সতর্ক থাকুন। যারা শিক্ষকতা করেন তারা সতর্ক থাকুন। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, নির্ভয় তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধবী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের মধ্যে আছেন, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা উচ্চবিদ্যা আছেন তাদের জন্যও শুভ। ব্যাংকিং টেনশন যা ছিল, সেখান থেকে সমস্যার পথ পাবেন। পরিবারে গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন। কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : নৈরাশ্য- আলস্য- হতাশা, আপনাকে আজ গ্রাস করবে। কোন সুযোগ হাতের বাইরে যেতে পারে। আপনাকে আজ সাক্ষাতের জন্য কেউ ডাকলে, খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা করুন। কোন প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতায় কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আপনার আলস্য নৈরাশ্য হতাশা আজ গ্রহ সংস্থান এইরকম। গৃহে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। মনের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভূত হবে, স্বজন বান্ধব পরিবার প্রতিবেশী দ্বারা শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। এগিয়ে চলুন বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমিকদের অত্যন্ত শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শ্রমের দ্বারা জয় নিশ্চিত। কিছুটা হতাশা মনোমধ্যে তৈরি হবে। কর্মে শুভ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। যারা শিল্পী এবং কলা কুশলী বা অভিনয় করেন তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যে যোগাযোগ আটকে ছিল আজ আবার তা নতুন পথ দেখাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্রসহ ভগবান শিবের পুজো করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : শুভ। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধি। বিশেষত তরল পদার্থ কেমিকেল জল দুধ এই ধরনের বাণিজ্যে যারা আছেন, তাদের প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন স্বজন আত্মীয় দ্বারা উপকৃত হবেন। আজ গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

(আজ সৌভাগ্য চতুর্থী সিদ্ধিদাতা শ্রীশ্রী গনেশ পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।
রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।
দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

গঙ্গাতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বিশ্বকর্মা পুজোর দিন গঙ্গাতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই নাবালক। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের রাজগঞ্জ এলাকার গঙ্গার ঘাটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে খেলাধুলা করে এসে তিন নাবালক যুবক ওই এলাকার গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নামে। আচমকাই তিনজনের মধ্যে দুই জন জলে তলিয়ে যায়। একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে তলিয়ে যাওয়া দুই যুবকের একজনের নাম প্রিয়াংশু সিং (১৭) ও বিনীত সিং (১৪)। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা সাঁকরাইল থানায় খবর দিলে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসে। তারা কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিককে খবর দেয়। রিভার ট্রাফিক ও ডুবুরি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। গঙ্গাতে ডুবুরি নেমে তন্ন তন্ন করে ওই দুই যুবককে খোঁজার কাজ করলেও তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। ভাটার সময়ে ওই দুই যুবক স্নান করতে নেমেছিল। এরপর গঙ্গাতে জোয়ার ও বান আসার কারণে দু'জনের দেহ অন্যত্র চলে যেতে পারে বলেই মনে করছে পুলিশ আধিকারিকরা। প্রায় ঘণ্টাখানেকর বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি ওই দুই নিখোঁজ নাবালকের। পাশাপাশি গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পরই শোকের ছায়া নেমে আসে ওই দুই যুবকের পরিবারে। এখনও নিখোঁজ দুই নাবালককে খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ ধরে চেষ্টার পরে ফের বেলা তিনটে নাগাদ ফের চেষ্টা করা হলেও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ অধিকারিকদের অনুমান জোয়ার ও বানের জলে দেহ অনেক দূরে চলে যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী পুলিশ থানাতেও সূচনা দেওয়া হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

নোয়াপাড়া কারশেডে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজের উদ্বোধনে মেট্রোর জিএম

কলকাতা: মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি সোমবার নোয়াপাড়া কারশেডে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের পরীক্ষার জন্য একটি ইন-হাউস নির্মিত টেস্ট বেঞ্চ উদ্বোধন করেন। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এই ইউনিটটি এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ওভারহোলিং করার সময় এর ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট বেঞ্চ তার মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার সহ এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষা পরিচালনা করবে। এই ইউনিটের কিছু সুবিধা হল ব্যক্তিগত আরএমপিইউ পরীক্ষা করা। কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের সিনিয়র অফিসার এবং অন্যান্য কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এদিন কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা মেট্রো রেল ভবন, কালীঘাট মেট্রো স্টেশন, নোয়াপাড়া কারশেডের বিভিন্ন শপে বিশ্বকর্মা পুজোতেও অংশ নেন। এরই পাশাপাশি সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতেও বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে তিনি যান। শুধু কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তাই নন, মেট্রো রেলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও নোয়াপাড়া কারশেড এবং সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে পুজোও দেন।

২০২৩ সালের এশিয়ান গেমস -এ অংশ নিচ্ছেন কিইট-কিস ইন্সটিটিউটের ১৪ জন ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর এশিয়ান গেমসের আসর বসতে চলেছে চিনের হানঝৌতে। আর ২০২৩-এর এই এশিয়ান গেমসে ভুবনেশ্বরে কেআইআইটি (কিট) এবং কেআইএসএস (কিস) থেকে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন ১৪ জন ছাত্রছাত্রী। উল্লেখ্য, কিইট ও কিস ভারতের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে বৃহত্তম দলকে পাঠাতে পেরে গর্বিত। এশিয়ান গেমসে এই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন সি এ ভবানী দেবী। যিনি মহিলাদের ফেনসিং-দলের সদস্য। এদিকে পুরুষদের হকি দলের প্রতিনিধি হিসেবে থাকছেন অমিত রোহিদাস। এরই পাশাপাশি ভারতীয় সাঁতারুদের মধ্যে রয়েছেন সজন প্রকাশ। মহিলাদের লাইটওয়েট ডাবল স্কাল রোয়িংয়ে রয়েছেন অনশিকা ভারতীও।

একইসঙ্গে অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রেও রয়েছেন এই দুই প্রতিষ্ঠানের দুই পড়ুয়া প্রিয়াঙ্কা এবং সন্দীপ কুমার। প্রিয়াঙ্কা অংশ নেবেন মহিলাদের ২০ কিলোমিটার হাঁটা ইভেন্টে অন্যদিকে পুরুষদের ইভেন্টে প্রতিনিধিত্ব করবেন সন্দীপ। এখানেই এই তালিকা শেষ নয়। এছাড়াও রয়েছেন কিশোর কুমার জেনা এবং তেজিন্দরপাল সিং টোর। এঁরা যথাক্রমে জ্যাভেলিন নিক্ষেপ এবং শট পুটে প্রতিনিধিত্ব করবেন। রাগবি ৭এস মহিলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন ডুমুনি মারান্ডি, তরুলতা নায়েক, মামা নায়েক এবং হুপি মাঝি। এদিকে ডেকাথেলনে অংশ নেবেন তেজস্বীন শঙ্কর। আর অল্লান বর্গাহাইন অংশ নেবেন অ্যাথলেটিক্সে।

এদিকে কেআইআইটি-র স্পোর্টস ডিরেক্টর ডঃ গগনেন্দু দাস জানান, এটা গর্বের বিষয় যে, ভারতীয় রাগবি দলে চারজন খেলোয়াড়ই শুধু কিস থেকে এসেছেন। এদিকে কিট ও কিস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুতা সামন্ত এই অসাধারণ ক্রীড়াবিদদের প্রশংসা করে জানান, এঁরা সবাই এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়ে কেবল প্রতিষ্ঠানকেই শুধু সম্মানিত করেননি সমগ্র ওডিশাকেও সম্মানিত করেছেন। এর পাশাপাশি ক্রীড়া ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের প্রসারে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের অটল সমর্থনের প্রশংসাও করেন ডঃ সামন্ত। এরই রেশ ধরে ডঃ সামন্ত ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিকাশে তাঁর দূরদর্শী অঙ্গীকারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি, খেলাধূলা, ক্রীড়াবিদ এবং ভারতে গতিশীল ক্রীড়া পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এরই পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নগদ পুরস্কারের কথাও।

'দুয়ারে সরকার'-এ ১২ লাখ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে এরাজ্যের একের পর এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি এই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে একটি ডেটাবেস তৈরিরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন । সেইমতো এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণ শুরু হয় । ১৬ তারিখ ছিল এবারের দুয়ারে সরকার শিবিরের প্রথম পর্ব। সেখানে ১২ লাখের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে তাদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন ।

এবারের দুয়ারে সরকারে যে ৭ টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে সেগুলি হল-বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (২৬ লক্ষ), ঐক্যশ্রীর জন্য আবেদন জমা পড়েছে ১২ লক্ষ, পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্তিকরণ হয়েছে ১২ লাখ ১৫ হাজার । এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন পড়েছে ৬ লাখ ৮৮ হাজার, স্বাস্থ্য সাথীতে আবেদন করেছেন ৪ লক্ষ ৮১ হাজার জন । বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছেন তিন লক্ষ ৪২ হাজার । দুয়ারে সরকার শেষ হলেও পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথি ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হবে । পরিযায়ী শ্রমিকেরা চাইলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে গিয়েও তাদের নাম নথিভুক্তিকরণ করাতে পারেন ।

আগাম রাজ্য বাজেট তৈরির প্রস্তুতি শুরু অর্থ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছ'মাস আগে থেকেই আগামী বছরের রাজ্য বাজেট তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দিল অর্থ দপ্তর। সব দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব আগামী ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আইএফএমএস পোর্টালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে অর্থ দপ্তর। চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব এবং ২০২৪-২৫ সালের নতুন বাজেট প্রস্তাব পৃথকভাবে পেশ করতে হবে। কীভাবে পেশ করতে হবে তার নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাব পেশের জন্য সরকারের ঘোষিত আর্থিক নিয়মগুলি মেনে চলতে বলা হয়েছে। বাজেট পেশ হয় সাধারণভাবে ফেব্রুয়ারিতে। তবে পরবর্তী বাজেট ঠিক কখন পেশ হবে, তা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সময়সূচির উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। লোকসভা নির্বাচনের কারণে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব এবং ২০২৪-২৫ সালের নতুন বাজেট পৃথক ভাবে পেশ করতে হবে। এই কারণে বাজেট অধিবেশনের ছয়মাস বাকি থাকতেই সেই প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী বছর মার্চ মাস থেকে দেশের লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে, চলবে মে মাস পর্যন্ত। নবান্ন চাইছে, নতুন বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করতে। তাই এ বার অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ দফতর থেকে এমন নির্দেশ পাওয়ার পরেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে সমস্ত দপ্তরে। মন্ত্রী এবং দপ্তরের প্রধান সচিবেরা নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুততার সঙ্গে প্রস্তাব তৈরি করতে। নবান্নের একাংশ মনে করছে, ২৬ তারিখের অনেক আগেই দফতরগুলির প্রস্তাব জমা পড়ে যাবে। কারণ রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাতে থাকলেও, দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই। সে ক্ষেত্রে স্পেন সফর থেকে ফিরে বাজেট অধিবেশন সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে খোঁজ খবর নিতে পারেন তিনি। তাই তিনি দেশে ফেরার আগেই সমস্ত দপ্তরের মন্ত্রী এবং আধিকারিকেরা তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে চাইবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তৈরি করছে বন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজস্ব নির্মাণ কাজের বিষয়ে স্বনির্ভর হতে রাজ্যের বন দপ্তর এবার নিজস্ব একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তৈরি করছে। বন দফতরের অধীন বিভিন্ন সাফারি পার্ক ও চিড়িয়াখানাগুলিতে নির্মাণের কাজের পরিকল্পনা থেকে রূপায়নের যাবতীয় কাজ এবার থেকে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররাই দেখভাল করবেন বলে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সদর দপ্তর তৈরি করা হবে। প্রাথমিক ভাবে একজন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ ছয়জন ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে নিয়োগ করা হবে। বনমন্ত্রী জানান এই প্রথম বন দফতরের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হচ্ছে।' এদিকে উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্কটিকে ঢেলে সাজানো হবে বলে বনমন্ত্রী জানিয়েছেন। পার্কটিকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে ২০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। দফতরের নিজস্ব ইঞ্জিয়ারারাই এই পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়নের দায়িত্বে থাকবেন। পর্যটক টানতে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ, জেব্রা, এলবিরো ডাক, মণিপুরী ডাইসিং ডিয়ার সহ আরও নতুন অতিথি আনার পরিকল্পনাও চলছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বেঙ্গল সাফারি পার্কের আয়তন বাড়ানো হবে। দু'টির বদলে সাত থেকে আটটি হাতি সাফারির কথাও ভাবা হচ্ছে।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে পুকুরে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

আসানসোল, ১৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে বাড়ির অদূরে স্নান করতে নেমে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটি থানার কদভিটা গ্রামে। মৃত কিশোরের নাম অবিনাশ মুর্মু (১৯)। মঙ্গলবার সকালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে কিশোরের মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুরে বাড়ির অদূরে একটা পুকুরে স্নান করতে যায় কুলটি থানার কদভিটা গ্রামের বাসিন্দা কিশোর অবিনাশ মুর্মু। বাড়ি ফিরে না আসায় বাড়ির লোকেরা তার খোঁজ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত দুপুর তিনটে পরে পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, স্নান করতে নেমে কোনভাবে পুকুরের জলে ডুবে গিয়ে কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার

আধার-প্রতারণা রুখতে কলকাতাবাসীকে সচেতনতার বার্তা নগরপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আধার কার্ডকে হাতিয়ার করে একের পর এক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার ৬৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে কলকাতা পুলিশে। শুধু কলকাতা কেন, এ রাজ্যের একাধিক জেলা থেকেও একই অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ। আধার কার্ডের জন্য উপভোক্তার যে সমস্ত বায়োমেট্রিক প্রমাণ সংগৃহীত হয়, সেগুলিকে কাজে লাগিয়েই এই প্রতারণার ফাঁদ পাতা হচ্ছে। আর এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেও দেওয়া হচ্ছে সচেতনতার বার্তা। কারণ, এই ধরনের ঘটনায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন আম-জনতা। আর কেস স্টাডি করলে এটাও দেখা যাচ্ছে যে প্রতারকরা মূলত বেছে নিচ্ছেন প্রবীণ নাগরিকদেরই। তবে এই ধরনের ঘটনায় চিন্তিত কলকাতা পুলিশের কর্তারা। এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য হল এই ধরনের প্রতারণার ঘটনার পরিস্থিতি যেন না হয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী জানান, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারণার ঘটনা মূলত প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হচ্ছে। তবে এই ধরনের প্রতারণা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সংঘটিত হচ্ছে তা নয়, এমন ঘটনার খবর মিলছে ভিন রাজ্য থেকেও।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, শুধু কলকাতা কেন, এ রাজ্যের একাধিক জেলা থেকেও একই অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ। আধার কার্ডের জন্য উপভোক্তার যে সমস্ত বায়োমেট্রিক প্রমাণ সংগৃহীত হয়, সেগুলিকে কাজে লাগিয়েই এই প্রতারণার ফাঁদ পাতা হচ্ছে।

এদিকে এই আর্থিক প্রতারণা সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েলও পরামর্শ দেন কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে। তিনি আশ্বাসের সুরেই জানান, 'কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল যথেষ্ট তৎপর হয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করছে। এমআধার অ্যাপ্লিকেশনকে ডাউনলোড করে বায়োমেট্রিককে লক করতে হবে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত অভিযোগ জানান। আমাদের নজরে আসলেই আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। আমরা মানুষকে যেমন সচেতন করছি, পাশাপাশি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি।'

২১ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাগ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে আদালতের রায়ের উপর। আগামী ২১ তারিখ পঞ্চায়েত মামলা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে, এই মর্মে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ আরও অনেকে। এখন এই সব মামলার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কি আদালত অবমাননার রুল জারি করবে না আদালত অবমাননার মামলা খারিজ করবে আদালত তা বোঝা যাবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরই।

প্রসঙ্গত, এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ভুরি ভুরি মামলা কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়ার কারণে বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে মোট ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল ও সিপিএমের জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের মামলাই মূল মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে একাধিক মামলা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের উপর ভিত্তি করেও হয়। যার ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন খোদ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কারণ, অভিযোগ খতিয়ে না দেখে, না যাচাই করে অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ ছিল কোর্টের। বিচারপতিকে এও বলতে শোনা যায়, মামলার নিষ্পত্তি করতে করতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন চলে আসবে।

আইনজীবীদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ যাবৎ কাল পর্যন্ত একশোটির বেশি মামলা দায়ের করা হয় পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একদিন ৭৩টি মামলার শুনানি হয় আদালতে। তার মধ্যে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের যৌথ বেঞ্চে রয়েছে প্রায় ২৬টি জনস্বার্থ মামলা। এছাড়াও অন্যান্য বিচারপতিদের বেঞ্চেও একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদে গোথা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের ছেলের বেনিয়মে চাকরি পাওয়ার মামলায় আদালতে শিক্ষা দপ্তরের কয়েক জন কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি সিআইডির। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার এই সংক্রান্ত একটি মামলায় রিপোর্ট জমা পড়ে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। রিপোর্টে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সিআইডি-র বক্তব্য, এই মামলায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সিআইডি-র আইনজীবী জানান, এই সপ্তাহের মধ্যে তদন্তকারীরা অনুমতি পত্র হাতে পেয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিআইডি-র নজরে পড়ে মুর্শিদাবাদের সুতির গোথা এ আর রহমন হাইস্কুল। অভিযোগ ওঠে, এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক, তাঁর ছেলেকে বেনিয়মে নিজের স্কুলে চাকরি দিয়েছেন। শিক্ষক অনিমেষ তিওয়ারির বিরুদ্ধে নথি জাল করে স্কুলে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় তদন্ত শুরু করে সিআইডি। তদন্তে নেমে বেশ কয়েকবার ওই স্কুলে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। গ্রেপ্তার করা হয় অনিমেষের বাবা অর্থাৎ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। কিন্তু পাঁচ মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন অনিমেষ। তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছিল না। শেষমেশ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে ভোট দিতে এসে গ্রেপ্তার হন অনিমেষ। এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে নথি জাল করে বাবার স্কুলে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় পূরবী বিশ্বাস, অঞ্জনা মজুমদার ও নিত্যগোপাল মাঝি নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তদন্তকারীরা। তিনজনের মধ্যে পূরবী বিশ্বাস একজন অবসরপ্রাপ্ত ডিআই। বাকি দুইজন ক্লার্ক পদে কর্মরত ছিলেন। তদন্তে জানা যায়, যখন অনিমেষকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে স্কুলে নিয়োগ করা হয়, তখন তাঁরা তিন জনই কর্মরত ছিলেন। এর আগে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে রিপোর্ট জমা করেছিলেন তদন্তকারীরা। সেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফেও জানানো হয়েছিল, অনিমেষ তিওয়ারির নামে কোনও সুপারিশ করা হয়নি। এবার স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু করলেন তদন্তকারীরা। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ নভেম্বর।

লালন শেখের রহস্য মৃত্যুর রিপোর্ট জমা পড়ল আদালতে, আরও একমাস সময় চাইল সিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিবিআই হেপাজতে লালন শেখের রহস্য মৃত্যুর তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট মুখ বন্ধ খামে আদালতে জমা দিল সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট, এমনটাই খবর আদালত সূত্রে। এদিকে এরই পাশাপাশি তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এক মাস সময় চাওয়াও হয়েছে সিটের তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, এর আগে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ডিআইজি সিআইডি-কে লালন শেখের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের নির্দেশে দেন। কিন্তু সেই তদন্তে অনেক ত্রুটির কারণে পরবর্তীতে সিট গঠন করে হাইকোর্ট। আগামী ১ ডিসেম্বর তদন্তের অগ্রগতির পরবর্তী রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। এই সময়ের মধ্যে সিবিআই অফিসারদের তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানায় সিআইডি। বগটুইকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত লালন শেখকে গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর আদালতে তোলা হলে তাকে ৬ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সিবিআই হেপাজতে থাকাকালীনই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় লালনের। গত ১২ ডিসেম্বর রামপুরহাটের অস্থায়ী সিবিআই ক্যাম্পে লালনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তারপরেই লালন শেখের পরিবারের তরফে তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে 'খুনের' অভিযোগ তোলা হয়। লালন শেখের স্ত্রী রেশমা বিবি সেই সময় দাবি করেন, সিবিআই তাঁর স্বামীকে খুন করেছে। সেই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজ্য রাজনীতিতে।

এরপরই লালন শেখের স্ত্রী রেশমা বিবি ৭ সিবিআই অফিসারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে আইনি পদক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এবং আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই মামলায় তদন্তের ভার যায় সিআইডি-র হাতে। তারপর থেকে মামলার তদন্ত চালাচ্ছে সিআইডি। লালনের স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'সিবিআই আধিকারিকরা সব সেটল করে দেওয়ার জন্য ৫০ লাখ টাকা চেয়েছিলেন। এমনকী বাড়ি থেকে হার্ড ডিস্কও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ওদের বলি যে আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে। ৫০ লাখ টাকা চাওয়া হলেও, আমি বলি আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। তারপরেই আমাকে হুমকি দিতে থাকেন সিবিআই অফিসাররা।'

যদিও লালন শেখের স্ত্রীয়ের যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে সিবিআই। লালনের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে গলায় ফাঁস লেগেই মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। পাশাপাশি লালনের দেহে কয়েকটি 'সুপারফিসিয়াল মার্ক'-এর উল্লেখ ছিল। অন্যদিকে এই ঘটনায় সক্রিয় হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও। কমিশনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেন।

দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আর খুব বেশিদিন বাকি নেই। মাঝে আর দিন তিরিশের একটু বেশি। ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল বাঁধার কাজও অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে অগস্ট মাসে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটিগুলিতে ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এবার তারই প্রেক্ষিতে সরকারি এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জমা পড়ল নতুন আবেদন। অতীতে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলিকে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করেন জনৈক সৌরভ দত্ত। এবছরও ৭০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আদালত সূত্রে খবর, পূর্ববর্তী জনস্বার্থ মামলার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মামলাকারী। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে তা অনুমোদনের অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। চলতি সপ্তাহে এই মামলা শুনানির সম্ভাবনা।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শহরের দুর্গাপুজোগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরের বিভিন্ন নামী পুজোর উদ্বোধনও করেন তিনি। শহর ও রাজ্যের দুর্গাপুজোগুলির জন্য প্রথমে ২৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করে সরকার। কোভিডে সময় ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল পুজো কমিটিগুলি। অনুদান তখন বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। গত বছর অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি বৈঠকে এক ধাক্কায় ১০ হাজার টাকা অনুদান বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন মমতা। একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন পুজো কমিটিগুলির বিদ্যুতের বিলের এক চতুর্থাংশ মকুব করা হবে। দমকলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাও বিনামূল্যে করার কথা ঘোষণা করেন মমতা। একইসঙ্গে সরকারে বিভিন্ন দপ্তরের তরফে পুজো কমিটিগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মমতা।

প্রসঙ্গত,২০২২ সালেও সরকার ঘোষিত অনুদান নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। সেবার ৬ দফা শর্ত দিয়ে সরকারি অনুদানে অনুমতি দিয়েছিল আদালত। পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অর্থের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া সহ একাধিক শর্ত দেওয়া হয়। এবারের মামলায় আদালত নতুন কোনও শর্ত দেয় কি না সেটাই দেখার।

বন্ধ শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিল অবিলম্বে চালুর দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বন্ধ থাকা শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিল চালুর দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মার পুজোর দিন সোমবার মিলের গেটে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিপন্ন শ্রমিকরা। এবছর তাদের বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দ একেবারেই মাটি হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরের অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে আচমকা সাসপেনশন ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিল কর্তৃপক্ষ। নোটিশে কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, ১৪ অগস্ট থেকে মিলে উৎপাদন বন্ধ থাকবে। যদিও বন্ধের নোটিশে মিল কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিকেই দায়ী করেছেন। এদিকে মিল বন্ধে বিপাকে পড়েছেন এই মিলের স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো জন শ্রমিক। অবিলম্বে মিল খোলার দাবিতে এদিন মিলের গেটে অন্নপূর্ণা কটন মিল বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। আন্দোলনে যোগ দিয়ে মিল শ্রমিক বিনায়ক সাগর সাহা রায় বলেন, কোনও কারণ ছাড়াই আচমকা মিলের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফলে শ্রমিকদের বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দ একদম ফিকে হয়ে গিয়েছে। বিনায়ক বাবুর দাবি, অবিলম্বে মিল চালু করা হোক। যাতে দুর্গাপুজোর আনন্দ তাদের মাটি না হয়। প্রসঙ্গত, গত ৩০ অগস্ট মিলের গেটে সভায় কর্তৃপক্ষকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মিল চালু করতে বলেছিলেন শ্রমিক দরদী নেতা তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। সেদিন তার হুঁশিয়ারি ছিল, পুজোর আগে মিল চালু না হলে কর্তৃপক্ষের বাড়ি ঘেরাও করা হবে।

কসবার ছাত্র মৃত্যুতে মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: কসবার সিলভার পয়েন্ট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে এবার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, অসহযোগিতা করছে পুলিশ। সঠিক তথ্য মৃতের পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে না।

গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে কসবার সিলভার পয়েন্ট স্কুলের পাঁচতলা থেকে পড়ে যান দশম শ্রেণির এক ছাত্র। তাঁর মৃত্যুতে ওঠে একাধিক প্রশ্ন। পরিবার কসবা পুলিশ স্টেশনে স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তাতে কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে পরিবারের তরফে অভিযোগ করে জানানো হয়েছে, ওই ছাত্রের মৃত্যুর তদন্তে কোনও তথ্য পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে না।

পরিবারের অভিযোগ, 'কসবা থানা ৪ সেপ্টেম্বরে ঘটনার সময়ের সঠিক সিসিটিভি ফুটেজ মৃত ছাত্রের পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের তরফে অনেক আবেদনের পরে যে মিনিট দশেকের একটা ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে যে ঘরে শেষবার ওই ছাত্রকে ঢুকতে দেখা গিয়েছে, সেই ঘরের ফুটেজ নেই।' অভিযোগ উঠেছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া নিয়েও। তাছাড়া ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য পুলিশের কাছে বারবার বলেও লাভ হচ্ছে না। অথচ ওই রিপোর্ট পাওয়ার অধিকার পরিবারের রয়েছে। ইনকোয়েস্ট বা সুরতহাল ঘটনার পরেই হওয়ার কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কসবার মৃত পড়ুয়ার মৃত্যুর পরের দিন হয়েছে । তাই পুলিশের ভূমিকায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত ও নতুন করে ইনকোয়েস্ট করার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে

দুই বাংলার শিল্পসত্ত্বা মিলে মিশে এক কুমোরটুলিতে

শুভাশিস বিশ্বাস

বিশ্বকর্মা পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই মা দুর্গার বাপের বাড়িতে আসার সময় এসে যাবে। আক্ষরিক অর্থেই তাঁর আসার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল এবার। আর তাঁর এই আগমন নিয়ে বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে সারা রাজ্য জুড়ে। তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি বঙ্গবাসী। আর এই আয়োজনে সবথেকে বেশি ব্যস্ত মৃৎশিল্পী আর ডেকরেটর্সদের। তবে মৃৎশিল্পের কথা উঠলে প্রথমেই যেটা মনে আসে তা হল কুমোরটুলির কথা। উত্তর কলকাতার গঙ্গা তথা হুগলি নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই কুমোরটুলি। দুর্গা থেকে কালী এমনকী জগদ্ধাত্রী বা সরস্বতী পুজোর মতো যে কোনও পুজোয় এই কুমোরটুলির ভূমিকা অপরিসীম। কারণ, প্রতিমা গড়ার কাজটাই তো এঁদের হাতে। কিন্তু এটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না এই কুমোরটুলির ইতিহাস। কত বছর ধরে এই মৃৎশিল্পীরা এখানে এসেছেন বা কী ভাবেই একের পর এক প্রজন্ম এই পেশায় জড়িয়ে তার ইতিহাসটা একটু ঘেঁটে দেখা যাক।

আদি কলকাতায় যাঁরা কুম্ভকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের আদি নিবাস সপ্তগ্রামে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সরস্বতী নদী মজতে শুরু করলে এঁরা গঙ্গার লাগোয়া অঞ্চলে আশ্রয় নেন। অর্থাৎ ওরা এসে ঘর বেঁধেছিলেন জব চার্নকেরও আগে। তখন ওঁদের কাজ ছিল চাক ঘুরিয়ে হাঁড়ি, কলসি, থালাবাসনের মতো বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি করা।

এই আদি কুমোরটুলির একটা আবছা ছবি মেলে নিরঞ্জন পাল বা যতীন্দ্রনাথ পালের স্মৃতি চারণে। তাঁরাও সে ছবি নিজের চোখে দেখেননি। শুনেছেন পূর্বজদের কাছ থেকে। তাঁরা যা জানিয়েছেন তাতে একসময় গঙ্গার ওপারে অর্থাৎ বর্তমান কুমোরটুলির দিকে প্রায়ই পালেদের জাহাজ ভিড়তো। এই সব জাহাজের বেশির ভাগই আসত সিঙ্গাপুর থেকে নারকেল বোঝাই হয়ে। এই পাড়ায় তখন বাঁশের বাখারির মতো কয়েকটা ঘর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না। তাতে সুঁদুরি, গরান আর শাল বল্লার খুঁটি। মাথার ওপর হোগলার চাল। অনেক পরে আসে টালি। সন্ধের পর এই অঞ্চলে নাকি টেকাই দায় হত। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত কুমোরদের

পোয়ানের অর্থাৎ উনুনের ধোঁয়া। চোখ জ্বলত সেই ধোঁয়ায়।

এরপর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পেশার তাগিদে কৃষ্ণনগর থেকে কুমোরটুলিতে আসেন নিরঞ্জন পাল। সেই সময়েও এই পাড়ায় চাক ঘুরতে দেখেছেন তিনি। উনুনের ধোঁয়ায় চোখের জলে একাকার। তখনও এ পাড়ায় মৃৎ শিল্পের কারিগরের সংখ্যা কম করে ৪০ শতাংশ। বাকি ৬০ শতাংশ ছিলেন মূর্তি শিল্পী। যাঁরা কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের কাছ থেকে মূর্তি তৈরির কলা কৌশল রপ্ত করতে পারতেন তাঁরা রয়ে যান কুমোরটুলিতেই। পাকাপাকি ভাবে বসতিও বাঁধেন তাঁরা। বাকিরা চলে যান গঙ্গার অন্য পাড়ে বালি, উত্তরপাড়া, হাওড়া আর রিষড়ার দিকে। এই ভাবেই এক বাংলার সঙ্গে অপর বাংলার শিল্পস্বত্ত্বা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। এ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে লিখলেন, 'এই শহরের মধ্যেই এখনও তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায়, যেমন কাঁসারি পাড়া, পোটোতলা, কুমারটুলি, বাক্সপট্টি ইত্যাদি। এই সব জায়গায় শিল্পী কারিগর দু'রকমের লোক আছে। যাঁরা ওস্তাদ ছিলেন এক-এক বিষয়ে। সেখানে এই ওস্তাদরা ঘরে বসে কাজ করছেন, চেলারা যাচ্ছেন সেখানে কাজ শিখতে-ওই সব পাড়ার ছোট বড় নানা ছেলে। সেখানে ক্লাসরুম টেবিল চেয়ার, লাইব্রেরি, লেকচার হল কিছুই নেই। অথচ দেখা যায়, সেখান থেকে পাকা পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে পুরুষানুক্রমে আজ পর্যন্ত। মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে আর্টিস্ট আর্টিসান, কারিগর , শিল্পী হয়ে উঠছেন যেন মন্ত্রবলে।'

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক মনোপ্রবৃত্তি ব্যক্তিগত স্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়

দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা ধর্মীয় পূজা-অর্চনা সেরে তবে চন্দ্রযান উৎক্ষেপণ করেছিলেন। মহাকাশ গবেষণার উদ্যোগে নাকি ক্ষেত্রবিশেষে জ্যোতিষীরা দিনক্ষণ স্থির করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান ও ধর্মীয় আচারের দু'টি স্বতন্ত্র বৃত্তকে একত্রে মিশিয়ে ফেলতে কোনও সঙ্কোচ করলেন না দেখে মনে অস্বস্তি অনুভব করেছি। অবশ্য দেশে আজকাল চিন্তাভাবনার আবহমণ্ডল সংস্কার-প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বস্তরেই ব্যবহারিক আচরণও সেই অনুযায়ী হচ্ছে। বিদেশ থেকে যুদ্ধবিমান কিনে নিয়ে আসার সময় রাষ্ট্রের তরফে কর্তাব্যক্তি ওখানেই পুজো-আচ্চার কিছু আচার প্রকাশ্যে পালন করে বিমান নিয়ে আসছেন, এই খবর কি নিকট অতীতে আমরা দেখিনি? আজকাল সাধারণ মানুষজনের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কারভিত্তিক ভাবালুতা, আবেগ ও উত্তেজনার প্রাবল্য ও ক্রমবর্ধমানতা এই পটভূমিতে অপ্রত্যাশিত নয়। যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার দিক ছাড়াও ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির অন্য একটা দিকও আছে। ইসরোর উদ্যোগের সঙ্গে ধর্মীয় আচার পালনকে যুক্ত করা কোন সুবিবেচনা থেকে ঘটেছে? রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সংবিধান অনুযায়ী, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনেই চলার কথা। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান-গবেষণামূলক উদ্যোগে ধর্মীয় প্রথা ও আচারের সংস্রব আসছে কেন? দেশে বহু মানুষ থাকতে পারেন যাঁরা কোনও প্রথাগত ধর্মেই বিশ্বাসী নন। ভারত একটি 'রিপাবলিক' বা গণরাজ্য। রাষ্ট্রের উপর সব নাগরিকেরই সমান অধিকার। তাই সর্বজনগ্রাহ্য আচরণই রাষ্ট্রীয় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে স্বীকার্য। ফলে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনেই দেশে সব সরকারি সংস্থাকে চলতে হবে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি অকারণে লিখিত নয়। কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে ঘটা করে বিশেষ ধর্মীয় আচার পালিত হলে লোকচক্ষে রাষ্ট্রের ধর্মতান্ত্রিক একটা রূপ গড়ে ওঠে। ভারত রাষ্ট্রের গঠন কিন্তু ইতিহাসের ধারায় সে ভাবে হয়নি। ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল না, আমাদের সংবিধান-প্রণেতাদেরও লক্ষ্য ছিল না। ব্যক্তিগত স্তরে কোনও বিজ্ঞানীর প্রকৃত আধ্যাত্মিক কিছু মনোবৃত্তি থাকতে পারে। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়। ব্যক্তিগত নিভৃত পরিসরেই তা সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত অধ্যাত্মসাধনা ও বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে মৌলিক ঐক্য এটুকুই যে, উভয় ক্ষেত্রেই সাধনার মূলে আছে জ্ঞানের ও সত্যের অন্বেষণ। কিন্তু এর পর তাদের পথ আলাদা ও স্বাধীন। এই স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রেই ধর্মের নামে যে ধরনের আবেগসর্বস্বতাকে বিস্তৃত হতে দেখা যাচ্ছে, তা দেশকে ভারসাম্য রেখে সামনের দিকে এগোতে সাহায্য করতে পারবে না।

জন্মদিন

আজকের দিন

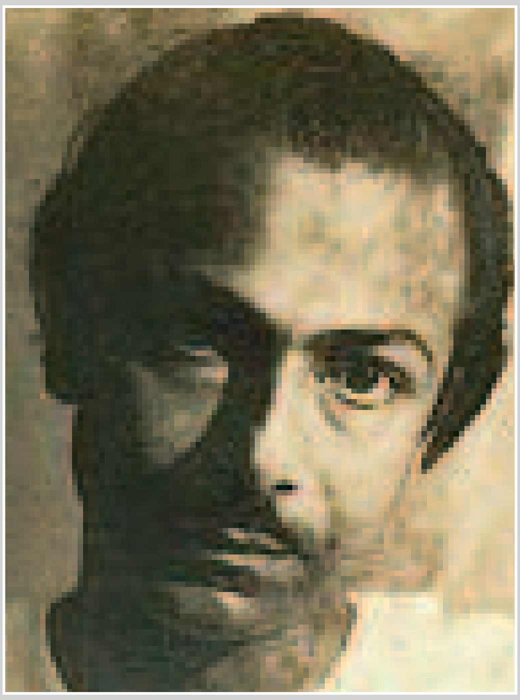
সলিল চৌধুরী

১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট গীতিকার লাকি আলির জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আকাশ চোপড়ার জন্মদিন।*

জাতীয়তাবাদের প্রসারে গণপতি উৎসব

সৌপ্তিক অধিকারী

বহু জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষাভাষীর রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে এক সম্প্রীতির সূত্রে গেঁথে রেখেছে বিভিন্ন উৎসব। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে দীর্ঘকাল ধরে বয়ে নিয়ে চলছে।

শারদ উৎসব অর্থাৎ দুর্গা দেবীর বন্দনার পূর্বে সর্বপ্রথম গণপতির বন্দনা দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়।

গণপতির বন্দনাকে গণেশ চতুর্থী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বর্তমানে যে ভাবে গণপতি বন্দিত হন সারা ভারতে সেই রীতির উদ্ভাবন হয় ১৮৯২ সালে। কৃষ্ণজী পন্থ নামে পুনার জনৈক অধিবাসী মারাঠা শাসিত গোয়ালিয়র ভ্রমণে গেলে তিনি ঐতিহ্যবাহী পূজা হিসেবে গণপতি বন্দনা প্রত্যক্ষ করেন এবং নিজ সুহৃদ শ্রীমন্ত ভাওসাহেব রঙ্গারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই বন্দনার কথা বলে।

একাধারে বিখ্যাত চিকিৎসক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাওসাহেব রঙ্গারি সর্বপ্রথম সার্বজনীন ভাবে গণপতির বন্দনা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আরম্ভ করেন। কাঠ ও তুষ সহযোগে নির্মিত গণপতি দেবতার মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছিল এমন ভাবে যাতে বোঝা যায় দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য তার আবির্ভাব হয়েছে। আসলে রূপকধর্মী হিসেবে গণপতি কে ভারত রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করে ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে দস্যু বা অসুরের লড়াই কে দেখানো হয়েছে। যেখানে দস্যু বা অসুর হিসেবে ঔপনিবেশিক শক্তির পরাজয় ঘটেছে গণপতি ছদ্মবেশধারি ভারত রাষ্ট্রের কাছে।

তৎকালীন মহারাষ্ট্রে ' ভারতীয় অসন্তোষের জনক ' হিসেবে খ্যাত বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ভাওসাহেব রঙ্গারির গণপতি বন্দনার প্রচেষ্টাকে ভূয়সী প্রশংসা করে তার সম্পাদিত মারাঠি পত্রিকা ' কেশরী ' তে লেখেন।

পরবর্তী সময়ে তিলক এই গণপতি উৎসবকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন ১৮৯৩ সালে। জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, জনগণের মধ্যে ঐক্যের প্রসার, ঔনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করে শিক্ষিত অভিজাতদের বৃত্তের বাইরে জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে এবং জাতীয় আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করতে এই গণপতি উৎসবকে হাতিয়ার করেছিলেন তিনি। তিলকের মাধ্যমেই গণপতি উৎসব প্রথম বারোয়ারি উৎসবের মর্যাদা পায়।

আমাদের অশান্তি ধনের অভাবে নয়, মনের দারিদ্রে

স্বপনকুমার মণ্ডল

অভাবের অসুখ স্বভাবে বিস্তার লাভ করে । সেই অসুখই মানুষকে অসুখী করে তোলে। আবার সেই অসুখ অভাব মিটলেই চলে যায়, এমনও নয়। অপরের সুখে তা বেড়েই চলে। সে অসুখ যে মনে! তা চোখে দেখা যায় না, কেউ খুলেও বলে না। আবার তা আড়াল করার জন্য কত ফন্দি, কত ফিকির! সেখানে সুখী পরিবারের বিজ্ঞাপন থেকে 'আমি কারও ধার ধারি না'র আত্মাভিমান প্রগলভ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সময় বিশেষে রোগের আধারটিই বেরিয়ে পড়ে, 'আমার কোনো চাহিদা নেই।' সবেতেই অসুখী জীবনকে আড়াল করার সচেতন প্রয়াস। যেখানে চাহিদা কমালেই সুখ বাড়তে থাকে, সেখানে তা না কমিয়ে রোগটিকেই অস্বীকার করার প্রবণতায় তার যন্ত্রণা আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। অন্যদিকে কষ্ট কমানোর জন্য আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাম্য নিজেকে অতি মূল্যবান না ভাবা। রোদের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে ক্লান্তি অনিবার্য। সেখানে নিজেকে যত ভিআইপি ভাবে মন, ততই তার কষ্ট বেড়ে চলে। এজন্য নিজেকে সহজ ও স্বাভাবিক করে নিলে কষ্টবোধ আপনাতেই উবে যায়। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার দুর্লভ অবকাশও তাতে মেলে । এজন্য আমাদের অসুখীর মূল ধনসম্পত্তির অভাবে নয়, মনসম্পদের দারিদ্রে। ধনীর ধনে সে যে অধরা মাধুরী । মনের অসুখের অপর নাম যে রাজার অসুখ! তা যে মনের অজান্তে রাজার মতোই মনকে আচ্ছন্ন করে।

মন খারাপে আমরা প্রায়শই আমাদের অভাবকে খুঁজে পাই। তখন মনে হয়, ধনীদের যেন মন ভালো থাকে সবসময়! আবার মনকে খুঁজে না পেলে বা মনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার মধ্যে অনেকেই মন ভালো না থাকার হদিশ দেন। অথচ আদৌ তা ঠিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন জেগে ওঠে । কেননা সাফল্য পাওয়ার পরেও মুখে হাসি অজান্তেই মিলিয়ে যায়, সব পেয়েও কিছু না পাওয়ার শূন্যতাবোধ জেগে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধনের প্রাচুর্য বা মানের উচ্চাসনে বসেও মানুষের মুখের হাসি অচিরেই নীরবতা পালন করে, মুখের আলোও চলে যায় অতর্কিতে। এই অভাব বোধই যেমন জীবনকে সচল করে, তেমনই জীবনে অশান্তি বয়ে আনে অবিরত। এই অশান্তির মূলে শুধু নিজেকে খুঁজে না পাওয়াই নয়, নিজের ইচ্ছে মতো নিজেকে খুঁজে না পাওয়া। আমাদের জীবন আসলে ইচ্ছে পূরণের গল্প হতে চায়। রূপকথা তো আসলে ইচ্ছে পূরণের গল্প। সেই গল্পের আকাশে মেঘ ও রৌদ্র খেলা করে । জীবন মানেই মন খারাপের পদাবলি, অতৃপ্ত মনের মাথুর, সোনার হরিণের টোপে সীতাহরণের পালা। মানুষের অস্থির মনের চলনেও সেই অতৃপ্তির অশান্তি। শুধু তাই নয়, সেখানে মনে কী চায়, তাও কেউ জানে না। এই না-জানাতেও মন খারাপ হয়ে যায় । মন বড়ই উতলা। অভাব অনটনের দোহাই দিয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, স্বস্তি কখনও নয়। মানুষের মনের অসুখের মধ্যে বিচিত্র চাহিদা,অন্তহীন অতৃপ্তি। সাম্যবোধেই বৈষম্য জেগে ওঠে। মানুষ সেখানে সমান ধন-মানে সুখী হয় না, বরং তার বৈষম্যে সুখ বা দুঃখ জেগে ওঠে। ধনের অভাবে বা নিজের ব্যর্থতায় মানুষের মন যত না কষ্ট পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট অনুভব করে অন্যের ধনলাভে বা সাফল্যে।

আসলে মনে সবাই রাজা হতে চায়, সবার উঁচুতে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা তার চরৈবেতি। সবার সেরা হওয়ার জন্মক্ষুধা নিয়েই তার বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবন । সেই আজন্ম ক্ষুধা তাকে অবিরত তাড়া করে। ক্ষুধার দহনে তাকে পুড়তে পুড়তে এগিয়ে যেতে হয়। সেখানে মন খারাপের পদাবলি অনিবার্য। ঈর্ষায় সুখ তো মেলে না, যাও-বা ছিল তাও চলে যায়। পরশ্রীকাতরতায় শুধু হতাশা আর অবিরত অশান্তি। ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতা দুটোই মনকে চঞ্চল করে তোলে, বাইরের দিকে টেনে নিয়ে চলে। যার যত অস্থিরতা,তার ততই অশান্তি। সেক্ষেত্রে ভালো থাকার জন্যই মনের লাগাম জরুরি। আজন্মলালিত ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই আত্মসংযমের শিক্ষা। অথচ আমাদের শিক্ষা বহির্মুখী। তাকে অন্তর্মুখী করা জরুরি। আমাদের শিক্ষা যে পরিমাণে বাইরের দৃষ্টি প্রদান করে, তার তুলনায় তার অন্তর্দৃষ্টি অতীব সামান্য। শিক্ষার সোপানে জ্ঞানের পরিসর যত বাড়তে থাকে, মনে তত ধন-মান যশ-খ্যাতির চাহিদা বেড়ে চলে,ততই তার অপ্রাপ্তিবোধে অতৃপ্ত মনে অশান্তি বাসা বাঁধে। সেখানে জ্ঞান লাভে অশান্তি দূর না হয়ে আরও কাছে চলে আসে। যা সমস্যার সমাধান হতে পারত, তাই উল্টে সমাধানের পথেই অনন্ত সমস্যার জন্ম হতে থাকে। বিদ্যা বা জ্ঞানে বাইরের দৃষ্টি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করলেও অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শিক্ষার লক্ষ্যে আত্মশক্তির জাগরণ না ঘটে বাহ্যশক্তির প্রতি নিবিষ্ট মনে শুধুই অন্তহীন চাহিদার হাতছানি দেয়। যে-কারণে সুখভোগের জীবনের হাতছানিতে বাইরের ক্ষুধা যত বেড়ে চলে, মনের শূন্যতা তত গভীর হয়, ততই তার অশান্তির আবহ মনকে ঘিরে ধরে। সেখানে প্রয়োজনের চাহিদা পরশ্রীকাতরতায় বা হীনমন্যতায় যত বেড়ে চলে, ততই দুর্নীতি গ্রাস করে, বৈষম্যবোধ প্রকট করে তোলে। যখন সৎ পথের আয়ে মানুষের মনের চাহিদা মেটে না বা তৃপ্তি দিতে পারে না, তখনই দুর্নীতির পথ হাতছানি দিতে থাকে। অথচ দুর্নীতিতে আয় বাড়ে বহুগুণ, কিন্তু তার চেয়েও বৃদ্ধি পায় অশান্তির বহুমুখী বিস্তার। বন্যার জল যে তৃষ্ণা নিবারণ করে না,উল্টে পানীয় জল দূষিত করে,রোগের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। দুর্নীতির অর্থে সুখের উপকরণ কেনা যায়, কিন্তু তাতে সুখ মেলে না। অট্টালিকা কেনা যায়, শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে হয় । সেখানে অর্থের অভাবে অট্টালিকার মধ্যে শান্তিনিকেতন না পাওয়ার যন্ত্রণা অবৈধ পথে রাজপ্রাসাদ পেলেও মনের শান্তি অধরা মাধুরী। আসলে আত্মসার্থ চরিতার্থ করে শান্তি মেলে না। কেননা তা শুধু ক্ষণস্থায়ী নয়, স্বার্থপরতায় আত্মসর্বস্ব। শান্তি তো পরার্থপরতায় মেলে। অন্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া বা বিস্তার করাতেই তার হদিশ মেলে। স্বার্থপর সমাজে অর্থের প্রাচুর্য থেকেও তাই নিঃসঙ্গতাবোধ তীব্র আকার ধারণ করে । এজন্য সব থেকেও কিছু না থাকার অসহায়তা আমাদের কুরে কুরে খায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সেই কথাই তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)-এ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন । 'পঞ্চম সংখ্যা— আমার মন'-এ বলা হয়েছে 'এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে। ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!' সে দিনের প্রতীক্ষায় আমরা সকলে।

মন খারাপে আমরা প্রায়শই আমাদের অভাবকে খুঁজে পাই। তখন মনে হয়, ধনীদের যেন মন ভালো থাকে সবসময়! আবার মনকে খুঁজে না পেলে বা মনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার মধ্যে অনেকেই মন ভালো না থাকার হদিশ দেন। অথচ আদৌ তা ঠিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন জেগে ওঠে । কেননা সাফল্য পাওয়ার পরেও মুখে হাসি অজান্তেই মিলিয়ে যায়, সব পেয়েও কিছু না পাওয়ার শূন্যতাবোধ জেগে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধনের প্রাচুর্য বা মানের উচ্চাসনে বসেও মানুষের মুখের হাসি অচিরেই নীরবতা পালন করে, মুখের আলোও চলে যায় অতর্কিতে। এই অভাব বোধই যেমন জীবনকে সচল করে, তেমনই জীবনে অশান্তি বয়ে আনে অবিরত। এই অশান্তির মূলে শুধু নিজেকে খুঁজে না পাওয়াই নয়, নিজের ইচ্ছে মতো নিজেকে খুঁজে না পাওয়া।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলে বিশ্বকর্মা পুজোয় শুধুই অন্ধকার

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: লাল মাটির জেলায় বাঁকুড়ায় অন্যতম শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল বিষ্ণুপুরের দ্বারিকা। ২০১৪ সালের পর থেকে দ্বারিকায় বন্ধ হয়ে যায় একের পর এক শিল্পের গেট, কাজ হারান এলাকার প্রায় হাজার পাঁচেক শ্রমিক। আশির দশকের মাঝামাঝি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 'বিষ্ণুপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার' তৈরি করতে উদ্যোগী হয়। বিষ্ণুপুর শহরের উপকণ্ঠে দ্বারিকা-গোসাঁইপুর পঞ্চায়েত এলাকায় জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়। দ্বারিকা, শ্যামসুন্দরপুর, অবন্তিকা ও বিষ্ণুপুরের বাসিন্দাদের জমি নেওয়া নিয়ে বিস্তর ঝামেলার খবর মেলে।

নয়ের দশকে প্রথমে প্রায় ১৯৬ একর জায়গা জুড়ে শিল্পতালুকের পথচলা শুরু হয়। সরকারি ভর্তুকি নিয়ে ১০টি কারখানা চালু হয়। কর্মসংস্থান হলেও তারপরে যে ভাবে জ্বলে উঠেছিল কারখানার আলো, ২০১৪ সালের পর থেকে একে একে লিখতে থাকে কারখানার গতিপথ। দ্বারিকা গ্রামই নয়, আশপাশের শ্যামসুন্দরপুর, দেউলি, সুভাষপল্লি, অবন্তিকা, বনমালিপুর, জয়কৃষ্ণপুর, জয়রামপুর থেকে তিন শিফটে হাজার-হাজার শ্রমিক এই শিল্পতালুকে কাজে আসতেন। আর আজ কাজ হারিয়ে বিশ্বকর্মা পুজো এলেই হতাশা ঘিরে ধরে শ্রমিকদের।

বছর কয়েক আগেও বিশ্বকর্মা পুজোয় শিল্পতালুক আলোয় সেজে উঠত। বড় বড় শামিয়ানা ও মণ্ডপ তৈরি হত। গান-বাজনা হত। এলাহি খাবারের আয়োজন থাকত। ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে সকলে কারখানায় আসতেন বিশ্বকর্মা পুজো দেখার জন্য। আজ শিল্পাঞ্চলে কারখানাগুলোর গেটে বড় বড় তালা ঝুলছে, সন্ধে হলেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আর বিশ্বকর্মা পুজোও হয় না আলোর রশ্মিও দেখা যায় না। এখন শ্রমিকরা দিন গুনছেন, কবে এই শিল্পতালুকে কারখানাগুলি চালু হবে। গমগম করে উঠবে এলাকা, কাজ পাবে শ্রমিকরা।

অন্যদিকে, দ্বারিকা শিল্পাঞ্চল নিয়ে শাসক-বিরোধী একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করতেই ব্যস্ত। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরকে কটাক্ষ করে বলেন, 'দ্বারিকা শিল্পাঞ্চল বন্ধ হয়েছে তৃণমূল সরকারের আমলে। দ্বারিকায় তৃণমূল কংগ্রেস নতুন শিল্প চালু করেছে সেটা হল দ্বারিকা শিল্পাঞ্চলের মাল মেটিরিয়ালস বিক্রি করার।' আর বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বলেন, 'দ্বারিকায় যে শিল্পগুলি ছিল সিপিএমের আমলে এই কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই জায়গায় নতুন করে তৃণমূল সরকার ভাবছে। ইতিমধ্যে একটি কারখানার পুনর্সংস্করণের কাজ শুরু হয়েছে, আগামী দিনের সমস্ত কারখানাগুলি চালু হবে এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান হবে।'

ইলামবাজারে থিমের বিশ্বকর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূমের ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির অফিসে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। এই বিশ্বকর্মা পুজোর মূল থিম হল মণিপুরের নারী নির্যাতনের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের চিত্র। পুজো ঘিরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই পুজোয় উপস্থিত ছিলেন ইলামবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দুলাল চন্দ্র রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুদীপ্তা সাহা হালদার, বীরভূম জেলা আইএনটিটিইউসির সাধারণ সম্পাদক শেখ হীরক ও ইলামবাজার বাস শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শেখ আবুল কালাম, বীরভূম জেলার কোর কমিটির কনভেনার তথা সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

বোলতার কামড়ে মৃত্যু কৃষকের, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একঝাঁক বোলতার আক্রমণ কৃষকের পরিবারের ওপর। আর বোলতার কামড়েই মৃত্যু হল এক কৃষকের। গুরুতর আহত হয়েছেন মৃতের পরিবারের চারজন সদস্য। আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির অন্তর্গত নলদহরি গ্রামে। বোলতার দলের আক্রমণে যে এইভাবে একজন কৃষক মারা যেতে পারে এবং তাঁর পরিবারের আরও ৪ সদস্য জখম হতে পারেন তা ভাবতেই পারছেন না গ্রামবাসীরা। আর এই বোলতার আক্রমণকে ঘিরেই এখন গোলাপগঞ্জ এলাকায় তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে ওই কৃষকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই কৃষকের নাম খগেন মণ্ডল (৬৫)। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী, এক মেয়ে ও দুই ছেলে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেও নিজের জমিতে কাজ করতে যান কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যরা। জমির পাশেই একটি গাছে বোলতার চাক ছিল বলে জানা যায়। কাজ করতে গিয়েই একঝাঁক বোলতার কামড়ে গুরুতর অসুস্থ হন ওই কৃষক। কৃষকের চিৎকার শুনে আশেপাশের অন্যান্য কৃষকরা ছুটে আসেন এবং পরিবারের সদস্যদেরকে খবর দেন।

পরিবারের সদস্যরা ওই কৃষককে বাঁচাতে গেলে বোলতার আক্রমণে কৃষকের স্ত্রী চপলা মণ্ডল (৫০), ছেলে সজল মণ্ডল (২৭), দুই মেয়ে কোয়েল মণ্ডল (২২), পায়েল মণ্ডল (২১) গুরুতর জখম হন। তড়িঘড়ি সকলকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে খগেন মণ্ডল নামে ওই কৃষককে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা ও কৃষককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে আহতরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত কৃষকের পরিবার সহ গোটা এলাকায়।

বিশ্বকর্মা পুজোতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী থিম আইএনটিটিইউসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় বিশ্বকর্মা পুজোতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী থিম আইএনটিটিইউসির। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে শ্রমিকদের হাতে বোনাস তুলে দিলেন বনগাঁ জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার মোট ৩০০০ শ্রমিকের হাতে পুজোর বোনাস তুলে দেওয়া হল। প্রতিবছর আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের হাতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে পুজোর বোনাস দেওয়া হয় পুজোর আগেই। তবে এই বছর পুজোর অনেক আগেই তাঁদের হাতে পুজোর বোনাস তুলে দেওয়া হল। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শ্রমিকদের হাতে বোনাস তুলে দেওয়া হয়। অটো, টোটো, বাস,লরি সহ বিভিন্ন যানবাহনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয়।

এর পাশাপাশি বনগাঁ সংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে বনগাঁ ডিএন ৪৪ বাসস্ট্যান্ডে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়। বিশ্বকর্মা পুজোর থিমের মধ্যদিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার আইএনটিটিইউসি, সেই ছবিই সামনে এল। দিল্লিতে পরিবর্তন চাই, মণিপুরের ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধিক্কার, পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুকে পুজোর থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে কেন্দ্রীয় বিরুদ্ধে সোচ্চার হল বনগাঁ সংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি।

এই প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল দাবি করেন, পুজোতে এরা যেই থিমগুলো তুলে ধরেছে, এটা বাঙালির কৃষ্টি কালচারের লজ্জা। প্রত্যেক গাড়ি পিছু ১৫০ টাকা তোলা হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা উঠেছে। শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার প্রসঙ্গে এমনই জানালেন বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল।

মিটিংয়ের হল না পেয়ে পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: মিটিং করার হল না পেয়ে পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে হুগলির পাণ্ডুয়া বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসলেন ব্লকের সকল পঞ্চায়েত কর্মীরা। শুধু তাই নয়, বাতিল হয়ে গেল 'দুয়ারে সরকার' শিবির। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল ব্লক সভাপতির।

হুগলির পাণ্ডুয়ার হরালদাসপুর পঞ্চায়েতে গত ১৪ তারিখ দলের লোকজন নিয়ে গিয়েছিলেন পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ। অভিযোগ, দলের মিটিং করার জন্য পঞ্চায়েতের মিটিং হল খুলে দিতে বলেন। তবে পঞ্চায়েতের কাজের সময় তৃণমূলের মিটিং করার অনুমতি দেননি কর্মীরা। অভিযোগ, এরপরই সঞ্জয়বাবুর বিরুদ্ধে নির্মাণ সহায়ককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। মারধরেরও হুমকি দেওয়া বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর নিন্দার ঝড় ওঠে।

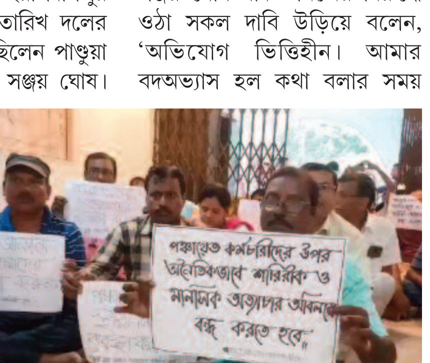

এই গণ্ডগোলের জেরে দুয়ারে সরকার প্রকল্প বাতিল হয়ে যায় বলে দাবি। সোমবার পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের তালবোনা রাধারানি হাইস্কুলে দুয়ারে সরকার হওয়ার কথা ছিল। পঞ্চায়েতের কর্মীরা বিডিও অফিসে ধরনা আন্দোলন করায় শিবিরে কেউ উপস্থিত হননি। তাই বাতিল হয়ে যায় দুয়ারে সরকার শিবির। বিডিওর ঘরের সামনে বসে পোস্টার হাতে অবস্থান শুরু করেন শতাধিক এনএস সচিব সহ পঞ্চায়েত কর্মী। হরালদাসপুর পঞ্চায়েতের কর্মী বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেল চারটের সময় দলীয় মিটিংয়ের জন্য হলের চাবি চান সঞ্জয় ঘোষ। আমরা বলেছিলাম অফিস চলাকালীন দলীয় কাজ করা যাবে না। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার। সেই কথা শুনে গালাগালি করনে ও হুমকি দেন।'

পাণ্ডুয়া তৃণমূল ব্লক সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সকল দাবি উড়িয়ে বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমার বদঅভ্যাস হল কথা বলার সময় গলার আওয়াজটা বেশি হয়ে যায়। আর হাতটা একটু নাড়ি। তবে আমি কাউকে খারাপ কথা বলেছি প্রমাণ করতে পারলে যা শাস্তি দেবে মেনে নেব। আসলে পঞ্চায়েতের কিছু কর্মী আছে যারা কাজের হিসাব দেয় না। নতুন অঙ্গনওয়াড়ির ঘর হয়েছে সেটায় ফাটল ধরেছে, রাস্তা ঠিক মতো হয়নি। অথচ বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানের ডাকে পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম। সেখানে গ্রামবাসীরা আমাকে অভিযোগ করে।' হুগলির বিজেপি সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'যারা মানুষের কাজ করে সেই সরকারি কর্মীদের নিরাপত্তা নেই, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কী করে থাকবে?'

বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিজেপির বোর্ড গঠন করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃণমূল। সোমবার ঘাটালের ক্ষীরপালা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসপাল বুথের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী রমা মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দেওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপির হাতছাড়া হয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষীরপালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি পায় ৮টি আসন। ৭টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল। এর ফলে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। সোমবার খাসপাল বুথের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী রমা মন্ডল তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিজেপির সদস্য সংখ্যা কমে হয় ৭ জন। ফলে ৮ জন সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত বোর্ডের দখল নেয় তৃণমূল। সোমবার বিশ্বকর্মা পূজার সকালে তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা অফিসে বিজেপি থেকে আসা পঞ্চায়েত সদস্য রমা মণ্ডলের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস হুদাইত। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা ও ব্লকের অন্যান্য সদস্যরা।

নয়াগ্রামে বিশ্বকর্মা পুজোর উদ্বোধন ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রামের চালতাবেড়া সার্বজনীন বিশ্বকর্মা পুজোর সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা সহ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক পদাধিকারী। তিনি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন পুজোর সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান মঞ্চের। চালতাবেড়া সার্বজনীন বিশ্বকর্মা পুজো কমিটি এবছর ষষ্ঠতম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজো উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের এদিন উদ্বোধন করেন নয়াগ্রাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ রাউত, তৃণমূল নেতা সুকুমার বারিক, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য সঞ্চিতা ঘোষ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে সভাপতি সহ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সবাই বার্তা দেন সাধারণ মানুষের পাশে থাকার।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ক্যাম্পবেল অ্যাডভার্টাসিং প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51109WB1995PTC069604) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত ইমেল আইডি : campbell.adv123@gmail.com
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
ক্যাম্পবেল অ্যাডভার্টাসিং প্রাইভেট লিমিটেড 'এর পক্ষে
স্বা/-
আশিস বেগওয়ানি
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ ডিন-০০১৫৮২৮২
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ধনকলশ ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51909WB2010PTC155224) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত ইমেল আইডি : dhankalashdistributorspltd@gmail.com
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
ধনকলশ ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নবরঙ্গ কঙ্কারিয়া
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ ডিন-০৭৮২৬২২১
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
অনওয়ার্ড মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51909WB2010PTC155221) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত ইমেল আইডি : onwardmerchandisepltd@gmail.com
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অনওয়ার্ড মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নবরঙ্গ কঙ্কারিয়া
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ ডিন-০৭৮২৬২২১
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
সংশোধনী
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকায় ১৬.০৯.২০২৩ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত, ই-নিলামের তারিখ **১৭.১০.২০২৩** নির্ধারিত ছিল এবং ঋণগ্রহীতার নাম **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ**। দখলের নোটিশ পড়তে হবে **প্রতীকী দখল- স্বত্ব দখলের** পরিবর্তে। অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধা সৃষ্টির জন্য দুঃখিত।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
বিদ্যালক্ষ্মী এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51909WB2010PTC155222) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত ইমেল আইডি : vidyalaxmiagenciespltd@gmail.com
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
বিদ্যালক্ষ্মী এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নবরঙ্গ কঙ্কারিয়া
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ ডিন-০৭৮২৬২২১
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/61/2022 25/08/2023
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
শ্রী অপূর্ব কুমার মন্ডল
(স্বত্বাধিকারী মেসার্স ওরাকেল ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি এবং অন্যান্য)
প্রতি
(সিডি ১) শ্রী অপূর্ব কুমার মন্ডল, পিতা অনাথ চন্দ্র মন্ডল, ই-৫, সচী ম্যানসন, ৬০/১০, পিলখানা রোড, শহিদ সূর্য সেন পার্কের নিকট, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/14/2019** অনুযায়ী পরিমাণ **১৮৫২৪৪৩ টাকা (আঠারো লাখ বাহান্ন হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১১.১৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২০.০২.২০১৯** থেকে সমুদয় শুল্ক **২১০০০ (একুশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২২.০৯.২০২৩** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২৫.০৮.২০২৩**
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
কনফার্ম সেলস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51909WB2010PTC155223) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত ইমেল আইডি : confirmsalespltd@gmail.com
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
কনফার্ম সেলস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নবরঙ্গ কঙ্কারিয়া
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ ডিন-০৭৮২৬২২১
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
কমপাস ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51109WB2007PTC115814) রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত ইমেল আইডি : compasstracompltd@gmail.com
....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং ৭১০, ৮ম তল, টোডি ম্যানসন, ১ লু শুন সরণি, কলকাতা পব-৭০০০৭৩, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
কমপাস ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
আশিস বেগওয়ানি
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ ডিন-০০১৫৮২৮২
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)

বিজ্ঞপ্তি
Ref: **Sessions Case no. 5(10) 2014 SPL** (Registration No 107/2019) CNR WBN901001526 2019 **IO Code No. WB00731** arising out Nabadwip P.S. **Case No.606/14.**
Proclamation as per law.
Sanjib Kr. Biswas, S/O- Nani Gopal Biswas of Baren Gopal building next to Guptor Brindaban Nivas, Mayapur P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.
Ref: Nabadwip P.S. Case No. 606/2014 dt. 27/10/14 u/s 417/359/370/120B/506 IPC and 8/17 of POCSO Act. SC Case No. 5(10)2014 SPL.
উক্ত আসামির নামে মহামান্য আদালত কর্তৃক Proclamation as per law ঘোষিত হয়েছে।

IndusInd Bank
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮
পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স[illegible] ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনু[illegible] নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য [illegible] ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ[illegible] উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম[illegible] তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম[illegible] লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিরট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপে[illegible]
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত স[illegible] দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স রাজা এন্টারপ্রাইজ (অংশীদারী ফার্ম) শ্রী রাজু বসু এবং শ্রী অলিফ বসু (এ/সি - ৫০০০৬৯১৬৫৪৮, ৫০৫২০৫৩০৩২০ এবং ৭০০৬৭৩৯৯০৯ **শাখা :** বেলিয়াঘাটা	ক. ২২.০৫.২০২৩ খ. ১৪.০৯.২০২৩	৬৫৪৯৯৫৯.০০ টাকা (পঁয়ষট্টি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশো উনষাট টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪১০ বর্গ ফুট পজেশনে অবস্থিত ভবন জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৪ বর্গফুট প্রেমিসেস নং পি ২২বি, হেম চন্দ্র নস্কর রোড, থানা -বেলেঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৩, কেএমসি অধীন, এডিএসআর শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১০। **প্লট সহ ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২২ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, **দক্ষিণে :** ৪০ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, **পশ্চিমে :** ২২এ হেম চন্দ্র নস্কর রোড।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স আই.এ. প্লাস্টিকস অ্যান্ড পলিমারস, শ্রী অরুনাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীমত ইন্দ্রানী দাশগুপ্ত, শ্রী সন্তোষ কুমার লাহিড়ি (এ/সি - ৫০০৭১৩৬৫৮৫৩, ৫৮০০৩৯৩৩১৫৯ এবং ৫৮০০৪৮০৫০৭০) **শাখা :** বি বি চ্যাটার্জি	ক. ০২.০৯.২০২২ খ. ১৪.০৯.২০২৩	২৪৫৩০০০.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ তিপান্ন হাজার টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ (চার) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক কমবেশি সিএস দাগ নং ১১১৭, সিএস খতিয়ান নং ১২৮৮, মৌজা-কসবা, থানা -কসবা,জেএল নং ১৩, আরএস নং ২০৩, টৌজি নং ৩৪২, পুর প্রেমিসেস নং ৫০/৩ই,ধর্মতলা রোড, থানা-কসবা, কলকাতা-৭০০০৪২, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এর উপর অবস্থিত তৃতীয় তলের মাঝ বরাবর স্থানে উক্ত প্রাঙ্গণ প্রায় তিনতলা ভবনে পরিমাণ এরিয়া ৪৫০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রেমিসেস নং ৫০/৩ই, ধর্মতলা রোড, কলকাতা -৭০০০৪২ থানা -কসবা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত সম্পত্তি বিশেষভাবে চৌহদ্দি নির্ধারিত রেড বর্ডার দ্বারা পরিশিষ্ট প্ল্যানে যা মানচিত্রে, সংশ্লিষ্ট দলিলের অংশ হিসেবে **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী প্রবীর সাহার ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** শ্রী অশোক ব্যানার্জির ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** শ্রী লক্ষ্মণ দাসের বাস, **পশ্চিমে :** শ্রী চণ্ডী দাস ঘোষের বাস।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শিশু বদলের অভিযোগে ধুন্ধুমার চাঁচলের একটি নার্সিংহোমে, আটক ১ সেবিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চাঁচলের একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সদ্যোজাত শিশু বদলের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার রাতে এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটে। সোমবার অসুস্থ প্রসূতির পরিবার সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং চাঁচল থানায় শিশু বদলের অভিযোগ দায়ের করেছে। যদিও ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাদের কেন্দ্রের কর্মরত এক মহিলা কর্মীর বিরুদ্ধে এই ঘটনার দোষ চাপিয়ে দায় এড়িয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখার কথা জানিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ।

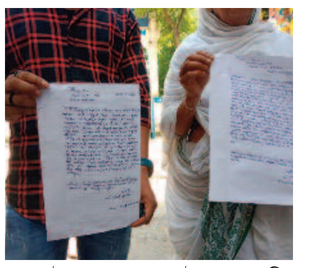

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার বিকেলে চাঁচলের ওই নার্সিংহোমে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের দক্ষিণ শালদহ এবং ইলাম গ্রামের দুইজন প্রসূতি একই সময়ে ভর্তি হন। সেদিন রাতেই জানবী পারভিন ও চুমকি খাতুন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।

দুই প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাতে এক সেবিকা তাদের সদ্যোজাতের মধ্যে অদলবদলের চেষ্টা করে। সেই সময় সদ্যোজাতের মায়েরা দেখে ফেললে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরিবারের সদস্যরা নার্সিংহোমে ছুটে আসলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতন্ডা তৈরি হয়।

খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। একজন সেবিকাকে চাঁচল থানার পুলিশ আটক করেছে।

চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ পেয়ে এক সেবিকাকে আটক করা হয়েছে। যদিও ওই সেবিকার দাবি, তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সদ্যোজাত শিশু বদলানোর মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে দু'টি সদ্যোজাত শিশু প্রকৃত মায়ের কাছে রয়েছে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে।

সদ্যোজাত শিশু বদলানোর চক্র আগে থেকেই কি ওই নার্সিংহোমে সক্রিয় রয়েছে। সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবারের লোকেরা। তারা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

ইলাম গ্রামের সদ্যোজাত শিশুর বাবা সাহিল আক্তার বলেন, রাতেই নার্সিংহোমের এক কর্মীর ফোন পেয়ে ছুটে আসি। আমার স্ত্রী জানায় আমাদের ছেলেকে বদল করার চেষ্টা করা হয়।

দক্ষিণ শালদহের প্রসূতি চুমকি খাতুনের ঠাকুমা নুরজাহান বেওয়া বলেন, রাতে ওয়ার্ডের বাইরে ছিলাম। নাতনির চিৎকারে ছুটে গিয়ে দেখি শিশু অদলবদল নিয়ে ঝগড়া চলছে। এইরকম ঘটনা ঘটলে সারাজীবন বাবা মায়ের সন্দেহের চোখে থাকবে শিশু সন্তান। যদিও এই প্রসঙ্গে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আসলেন, দেখলেন এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। দীর্ঘদিন ধরেই জল সমস্যায় ভুগছে বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। জলের কারণে পিচের রাস্তা ভেঙে চুরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা হচ্ছিল। দিনদিন মানুষের সমস্যা বাড়ছিল। সেই কথা শুনে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেই এলোকা পরিদর্শনে আসেন নারায়ণ গোস্বামী। সোমবার দুপুরে নারায়ণ গোস্বামী বামনগাছিতে আসেন। সেখানে তিনি নিজের গাড়ি ছেড়ে গোটা এলাকার মোটর বাইকে চড়ে নিজের চোখে দেখেন এবং

সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনেন। এরপরই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি পিডাব্লুডি'র ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করে সব বিষয়টি বলেন এবং তাকেও এলাকা পরিদর্শন করে রাস্তার মেরামতি ও ড্রেন তৈরি করে নিকাশি সমস্যার সমাধানের রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এলাকায় নিকাশি সমস্যার জন্য পিচের রাস্তাগুলি খারাপ হয়েছে। আপাতত রাস্তাগুলোর মেরামতি যেমন করতে হবে তেমনি ড্রেন তৈরি করে নিকাশি সমস্যার সমাধান করতে হবে। ড্রেন তৈরি করে সুটি খালের সঙ্গে সংযোগ করতে হবে। তিনি জানান, জেলা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে হাই ড্রেন তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। বামনগাছি স্টেশন রোড়ের পাশ দিয়ে পিডাব্লুডি ড্রেন করবে। পাশাপাশি রাস্তার পাশের সরকারি জায়গা ও নয়ানজুলি বেআইনিভাবে দখল করে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। ফলে ড্রেনগুলি দিয়ে জল নিষ্কাশন ব্যহত হচ্ছে। সেগুলো পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সমাধান করতে হবে। পঞ্চায়েত ব্যর্থ হলে জল নিষ্কাশন ও মানুষের স্বার্থে আইনি পথে গিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে বলে জানান নারায়ণ গোস্বামী। এদিন সভাধিপতির এভাবে পরিদর্শন করা এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়াতে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

GIC HOUSING FINANCE LTD.
গৃহে সৌখ্যম্ বিরাজতে

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জি.পি.ও.-র বিপরীতে)
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১/২৭৫২/২৭৫৩/২৬৩৩ ইমেল : kolkata@gichfindia.com

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের প্রতীকী দখল নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী নির্মল পাল এবং শ্রীমতি পিংকি পাল WB0070610002695	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ দ্বিতীয় তলে মধুমিতা হাউসিং কমপ্লেক্স ভবনে পরিমাণ ৭৪০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ২১২, মৌজা- গুচুরিয়া , জেএল নং ২৫, তৌজি নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ২৮২ এবং ২৮৩, এলআর খতিয়ান নং ১৭৬০,আরএসদাগ নং ৪৬১ এবং ৪৬১/৭১৫, ওয়ার্ড নং ৫, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৩০।	১৫,৫৫,৪৯১/-	২৫.০৪.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩
২.	শ্রী অভিষেক চৌধুরী, শ্রী দীপঙ্কর চৌধুরী এবং শ্রীমতি নীলিমা চৌধুরী WB0071300106329	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২কাঠা ৫ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মীয়মান অসম্পূর্ণ ভবন অবস্থিত মৌজা - বালটিকুড়ি, দাগ নং ১৯৮, (পি-৬) খতিয়ান নং ৯৭১, (এলআর খতিয়ান নং ১৬৮৮), তৌজি নং ৩৯৮৯,জেএল নং ১ বর্তমানে ১০১ ,ওয়ার্ড নং ৫০, থানা-জগাছা, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১১১৩, । উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: দাগ নং ১৯৮ অবশিষ্ট সম্পত্তি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৯৮ অবশিষ্ট সম্পত্তি, এবং তপন পাচালের জমি , পূর্বে : দীপক রায়ের জমি, পশ্চিমে :১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	৭,৫৬,০৬১/-	২৪.১১.২০২২	১৩.০৯.২০২৩
৩.	শ্রী বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি এবং শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি WB0071300103495	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ২৫ বর্গফুট-৩ কাঠা জমি থেকে অবস্থিত মৌজা - ভদ্রেশ্বর, জেএল নং ১২, তৌজি নং ৪৬-৪৮, হোল্ডিং নং ১৫, লাইব্রেরি রোড, খতিয়ান নং ৩৮৮, সাবেক দাগ নং ৩৫৬৫, হাল দাগ নং ৫৩১৮, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা- ভদ্রেশ্বর,জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২১২৪। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পুর সড়ক, দক্ষিণে : রেলওয়ে লাইন, পূর্বে : প্রয়াত নুরুল অধিকারীর ভবন, পশ্চিমে : দুলাল ব্যানার্জির ভবন সমন্বিত।	৮,৪৭,৫৬৬/-	১৪.০৬.২০১৯	১৩.০৯.২০২৩
৪.	শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, শ্রী অলোক কান্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতি রেবা চক্রবর্তী এবং শ্রী সুনীল চক্রবর্তী WB0070610001715	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৩ কাঠা ২১ বর্গ ফুট এবং দ্বিতল ভবন অবস্থিত মৌজা-বেহালা, সিএস দাগ নং ৬৫৮০, সিএস খতিয়ান নং ১৯০৬,জেএল নং ২, প্রেমিসেস নং ২১২,নেতাজি সুভাষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৩০, থানা -বেহালা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৩৪ ।উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :জগৎ বন্ধু সেনের ভবন, দক্ষিণে : পাকা সড়ক এবং নিকাশি, পূর্বে : কুড়ুনি বালা দাসীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : রাধানাথের জমি সমন্বিত।	১৯,৭৮,১০৪/-	০৩.০১.২০২০	১৬.০৯.২০২৩
৫.	শ্রী চণ্ডী চরণ মণ্ডল এবং শ্রীমতি চন্দনা মণ্ডল WB0071300102813	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়তি ৪ শতক জমি এবং অবস্থিত মৌজা -বাদে বল্লভপুর,দাগ নং ১৭৬, খতিয়ান নং৪৪৩, এলআর কৃষি খতিয়ান নং ১৯, জেএল নং ৯৫, হাল ৬৫, থানা- মন্দিরবাজার, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- ঘটেশ্বরা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩৬।	৩,৮৬,৬২০/-	০৫.০১.২০১৫	১৩.০৯.২০২৩
৬.	শ্রী চিত্ত রঞ্জন দাস এবং শ্রীমতি সরস্বতী দাস WB0070110001119 WB0070110001941	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১ ছটাক ২৫ বর্গ ফুট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫/এ/৪৭/১, মুজিবর রহমান রোড, মৌজা- দোহারিয়া, আরএস দাগ নং ৫৭৫, আরএস খতিয়ান নং ২৬, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ১৩২ এবং ১৩৯,জেএল নং ৪৫, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা- বারাসত, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ডি সি জমি, পূর্বে : দাগ নং ৫৭৫ (অংশ) জমি, পশ্চিমে : দাগ নং ৫৭৫ (অংশ) জমি সমন্বিত।	৮,৪৬,২০১/-	১০.০৫.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩
৭.	শ্রী কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল এবং শ্রীমতি স্বপ্না মণ্ডল WB0071300102912	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৪ ১/২ শতক অবস্থিত মৌজা - দুলালপুর, দাগ নং ২০৮২, খতিয়ান নং ৯৮৯, তৌজিনং ১-১৩৫, জেএল নং ১০৭, থানা- মন্দিরবাজার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৬। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে: গোপাল চন্দ্র মন্ডলের দাগ নং ২০৮১ জমি ,দক্ষিণে : রহিত মন্ডলের জমি, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : দাগ নং ২০৮২ তারাপদ মন্ডলের জমি সমন্বিত।	২,৬৯,৩৫৬/-	১৯.০৫.২০১১	১৩.০৯.২০২৩
৮.	শ্রী মহ. শাহাজাহান আলি এবং শ্রীমতি শাকিলা বেগম WB0071300104053	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১০ ছটাক ৩৭ বর্গ ফুট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৫১৬, মাস্টারপাড়া রোড,মৌজা - সুবুদ্ধিপুর,দাগ নং ৬৯৯, , আরএস খতিয়ান নং ৫৩০, এলআর খতিয়ান নং ৫২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ২৭৪৮, তৌজি নং ২৬৮, আরএস নং ৭০, জেএল নং ৩২, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা- বারুইপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন- ৭০০১৪৪। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : দাগ নং ৬৯৯ এর অংশত সম্পত্তি, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দাগ নং ৬৯৯ এর অংশত সম্পত্তি সমন্বিত।	১০,৬৭,১৯২/-	১৪.০৬.২০১৯	১৮.০৯.২০২৩
৯.	শ্রী পূর্ণেন্দু সিনহা এবং শ্রীমতি পুতুল সিনহা WB71300104401	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট জমির পরিমাণ ২২ ১/৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - শ্রীনগর,জেএল নং ২৮, তৌজি নং ১৩৩৫, খতিয়ান নং ১৫৯৭, এবং ১৩৮৩, আরএস দাগ নং ৪২৬৫, ৪২৬৬, ৪২৬৭, ৪২০৯, ৪৩২৫, ৫০৬০, থানা- কাকদ্বীপ এডিএসআর কাকদ্বীপ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৪। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: পিডব্লুডি জমি, দক্ষিণে : মানস সিনহা, পূর্বে : সাধারণ সড়ক, পশ্চিমে : নিজস্ব জমি।	৯,৭৬,৭৭৮/-	১৪.০৬.২০১৯	১৪.০৯.২০২৩
১০	শ্রী সমীর কুমার দত্ত এবং শ্রী মলয়া দত্ত WB0071300102462	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট জমির পরিমাণ ১৩ ছটাক ২২ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জেএল নং ২২, খতিয়ান নং ৩৯৩, দাগ নং ৮০৬, ভদ্রেশ্বর পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ৮১, প্রেমিসেস অরবিন্দ সরণি, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলি, পিন - ৭১২১২৪	৬,২৮,৭৫৮/-	০৫.০১.২০১৫	১৩.০৯.২০২৩
১১.	শ্রী সমীর কুমার ঘোষ এবং শ্রীমতি আরতি ঘোষ WB0071300102906	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শালি জমির পরিমাণ ৮.৩/৪ ডেসিমেল, দাগ নং ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩০৯/১৬৯৫, ১৩০৯/১৭৩৩, এবং ১৩০৯/১৭২৬, এবং অন্যান্য মোট এরিয়া ৫ ডেসিমেল এবং ১১.১/৪ ডেসিমেল, মৌজা-দণ্ডিরহাট সামগ্রিক প্লট জমির পরিমাণ ৩৫ ডেসিমেল বসিরহাট পুরসভা অধীন, থানা- বসিরহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১	৯,১৯,৫৭৯/-	০৩.০২.২০১৫	১৪.০৯.২০২৩
১২	শ্রী শেখ আমজাদ হোসেন WB0071300104903	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬.৬/৭ ডেসিমেল- ২৪ ডেসিমেল জমি থেকে কমবেশি অবস্থিত মৌজা- ফুটডুবি, জেএল নং ১৪, তৌজি নং ২৯২৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৫, আর এস দাগ নং ১৬৪৩, পরগনা সুন্দরবন, থানা-সাগর, এডিএসআর রুদ্রনগর,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন- ৭৪৩৩৭৩। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে: দাগ নং ১৬৪৩ অবশিষ্ট জমি, পূর্বে আরএস দাগ নং ১৬৪৫ এবং ১৬৪৬, পশ্চিমে : দাগ নং ১৬৪৩ জমি।	২,৭০,৫৩৭/-	১৪.০৭.২০১৭	১৬.০৯.২০২৩
১৩	শ্রী সুরজিৎ কুন্ডু এবং শ্রীমতি নবনীতা কুন্ডু WB0070110002077	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-২, একতলায় পূজারিনী অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ আনুমানিক ৬৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ব্লক জি, ১৯০/০৭, আরজিএম/১৮৯/৭, ব্লক -জি, আরজিএম/১৮৮/৭, ব্লক-জি, অশ্বিনীনগর,মৌজা- জয়নগর, জেএল নং ১৬, আরএস নং ১১৪, তৌজি ন ৩০২৭, সিএস দাগ নং ২৮২, আরএস দাগ নং ৪২১, সিএস খতিয়ান নং ২৭৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৩, ওয়ার্ড নং ২৭, থানা-বাগুইআটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫৯।	১৩,৯৬,৬৫৩/-	২৩.১১.২০২২	১৪.০৯.২০২৩
১৪	শ্রী স্বপন কুমার মান্না এবং শ্রীমতি পূর্ণিমা মান্না WB0071300104439	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২৫ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- গঙ্গাসাগর, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ২৯২৮, খতিয়ান নং হাল ৬৯৩, দাগ নং ৫৩৯, হাল ৫৩৯/৯৪২, থানা -সাগর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, । উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অতুল কৃষ্ণ মাইতি, দক্ষিণে : শেখ বাহাদুর, পূর্বে : নীরুপমা প্রামাণিক, পশ্চিমে : সরকারি বাঁধ।	৫,৫৪,৮২৯/-	১৭.০৮.২০১৮	১৬.০৯.২০২৩
১৫	শ্রী ফোরেজ আলি মোল্লা, শ্রীমতি শাহিদা বিবি, শ্রী জামাল আলি মোল্লা এবং শ্রী জামশেদ আলি মোল্লা WB0071300105234	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৬ ১/২ ডেসিমেল- ১.২২ ডেসিমেল থেকে অবস্থিত মৌজা - ঢাকিন, বটলতা, হাল খতিয়ান নং ১২৯, বর্তমানে কৃষি ২৭২, দাগ নং ৫০৬, ৫০৫, এবং ৫০৪, সাবেক দাগ নং ৩০৪, ৩১৯, ৩১৮, তৌজি নং ২৬৫৭, থানা -বাসন্তি, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩১২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সরকারি সড়ক, দক্ষিণে : চুনিলাল মন্ডলের জমি, পূর্বে : ফৈয়াজউদ্দিন মোল্লার ভবন, পশ্চিমে : গৌর চন্দ্র কয়াল।	২,১৪,৩৬৯/-	১৫.০৫.২০১৮	১৫.০৯.২০২৩
১৬	শ্রী নিতাই রায় এবং শ্রীমতি শীলা রায় WB0070110001777	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১বি, দ্বিতীয় তলে পরিমাণ ৮২০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং আরজিএম-১৫/৩৬৪, প্রেমিসেস নং পিসি-৪৫/বি, অর্জুনপুর(তালতলা) মৌজা - অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, আরএস নং ১৬০, তৌজি নং ১৮১, আরএস দাগ নং ১১৬ এবং ৩৪৪, এলআর দাগ নং ৪১২ এবং ৪১৩, সিএস খতিয়ান নং ৫৮, ১০৪ এবং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭১ এবং ৩৫৭২, থানা- বাগুইআটি, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫৯।	১৫,৪০,৫৬৮/-	২৪.১২.২০২১	১৫.০৯.২০২৩
১৭	মহ. রফিক উদ্দিন মোল্লা এবং শ্রীমতি মোনারা বিবি WB0071300104136	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৯ ১/২ শতক অবস্থিত মৌজা- বাঁশবেড়িয়া, আরএস দাগ নং ৫৯৩,এলআর দাগ নং ৬০৭, আরএস খতিয়ান নং ১৮৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৮১, হাল জেএল নং ৯২, পূর্ব জেএল নং ১৭১, থানা-কুলপি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩৬। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ সড়ক, দক্ষিণে : রিয়াজউদ্দিন মোল্লার সম্পত্তি, পূর্বে : সামসুদ্দিন মোল্লার সম্পত্তি,পশ্চিমে : সাধারণ সড়ক।	৫,৫৭,৬৫৬/-	০৮.০১.২০১৫	১৮.০৯.২০২৩
১৮	শ্রী রণজিৎ ভুঁইয়া এবং শ্রীমতি কনকলতা ভুঁইয়া WB0071300105412	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ শতক এবং অবস্থিত মৌজা -শিবপুর, তৌজি নং ৩০৩২, জেএল নং ৬৫, আরএস খতিয়ান নং ১১৯, এলআর খতিয়ান নং ৩২১, দাগ নং ৬১০, থানা - নামখানা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৫৭। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : কৃষ্ণপদ মাইতি, দক্ষিণে : ভেন্ডরের জমি, পূর্বে : ধীরেন্দ্র নাথ বেরা, পশ্চিমে : নয়ানজুলি।	১,৪১,৬৮৭/-	২৫.০৮.২০১৬	১৪.০৯.২০২৩
১৯	মহ. সফিউল্লাহ লস্কর এবং শ্রীমতি হাফিজা বিবি WB0071300105797	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ ১/২ শতক অবস্থিত মৌজা -মগরাহাট, দাগ নং ৪৫২, ৪৪৮, ৪৪৯, খতিয়ান নং ২৭৫, ১১৫৫, ৪৫, খণ্ড খতিয়ান নং ১৮৭২, এলআর খতিয়ান নং ৯৭৯, জেএল নং ১২৪, নতুন জেএল নং ১৪৮, থানা -মগরাহাট, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৫৫। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আয়েনের সন্তানদের পুকুরের বাঁধ,দক্ষিণে :শ্রীমতি হাফিজা বিবির জমি, পূর্বে : আয়েনের সন্তানদের পুকুর, পশ্চিমে : বলাই সরকারের পুত্রের জমি।	২,৪৫,১১২/-	১৭.১২.২০১৪	১৮.০৯.২০২৩
২০	শ্রী সুরজিৎ দে এবং শ্রীমতি জয়শ্রী দে WB0071300106160	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ২কাঠা অবস্থিত মৌজা - সুখচর, জেএল নং ৯, আর এস নং ১৪, তৌজি নং ১৫৬, খতিয়ান নং ৯৬১, দাগ নং ২৫২৬/২৭৯৫, পানিহাটি পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ১৩, হরিদাস সাঁতরা রোড, ওয়ার্ড নং ১, থানা-খড়দহ, পিন- ৭০০১১৫। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পি নাগ, দক্ষিণে : বি কোলে,পূর্বে : ভেন্ডরের ভবন, পশ্চিমে : সুশীতল দে।	৬,৭৭,১৫২/-	১৮.১২.২০১৪	১৫.০৯.২০২৩

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল **সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

নির্দেশিকা ছাড়া দালালদের মদতে শয়ে শয়ে আম গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আমের জেলা মালদায় বিঘার পর বিঘা আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই বছর আগে মালদায় বৈঠক করতে এসে প্রশাসনের কর্তাদের পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে গিয়েছিলেন কোনওরকম ভাবেই যত্রতত্র আমগাছ কাটা যাবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? বনদপ্তর দিব্যি বিঘার পর বিঘা আম গাছ কাটার অনুমতি দিয়েই চলেছে। আরেকদিকে পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে অদ্ভুতভাবে আম বাগানগুলি রাতারাতি 'ধরণ' পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তু করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই দুই ক্ষেত্রেই একশ্রেণির দালালরা রমরমাভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

বনদপ্তরের মালদা রেঞ্জের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, আম গাছ যে কাটা যাবে না তার কোনও নির্দেশিকা আমাদের কাছে এখনও লিখিতভাবে আসেনি। ফলে বাধ্য হচ্ছি অনুমতি দিতে। এর পিছনে দায়ী ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একাংশ। কারণ ওরা আমবাগানের 'ধরণ' চেঞ্জ করে রাতারাতি বাস্তু করে দিচ্ছে।

যদিও পাল্টা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বক্তব্য, এতে তাদের কোনও হাত নেই। গাছ কাটার পুরো বিষয়টি দেখবে বনদপ্তর। এখন দুই দপ্তরের টানাপোড়েনের জেরে পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জুড়ে রাজ্য সড়কের ধারে চলছে বিঘার পর বিঘা আমগাছ কাটার কর্মকাণ্ড।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রায়পুর স্ট্যান্ডের গেলেই রাজ্য সড়কে দুই ধারেই বিঘার পর বিঘা জমি জুড়ে আমগাছ কাটার কাজ চলছে। বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন জাতের আমগাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। এইসব জায়গায় বর্তমানে এখন জমির দাম কোটি কোটি টাকা। আর সেখানেই আম বাগান নিধন করেই প্লট হিসেবে জায়গা বিক্রির কাজ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। এভাবে একচ্ছত্র আমগাছ কাটা পড়লে উষ্ণায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ বাড়বে বলে অভিযোগ করেছেন মালদার পরিবেশবিদদের সংগঠন।

বলাবাহুল্য, পুরাতন মালদা সাহাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের বাইপাস রোড তৈরি হওয়ার পর থেকেই হু হু করে বাড়ছে জমির দাম। বিভিন্ন ধরনের কারখানা থেকে শুরু করে হোটেল, রেস্তোঁরা, পানশালা, গোডাউন, নার্সিংহোম জনবসতি এই সাহাপুর এলাকার রাজ্য সড়কের ধারে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যার ফলে রাতারাতি আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়ার পর সেই জমি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসন নিশ্চুপ বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পরিবেশবিদদের সংগঠন মালদার সবুজ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, বনদপ্তর, প্রশাসন, পঞ্চায়েত এদের একাংশের মদত রয়েছে বলেই বিঘার পর বিঘা আমের বাগান কেটে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় মালদার আম বলে আর কিছু থাকবে না। যেভাবে মালদায় আম বাগানগুলি কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামী প্রজন্মের ক্ষেত্রে একটা ভয়ংকর সময় আসছে। কিভাবে বনদপ্তর একসঙ্গে শয়ে শয়ে আমবাগান কেটে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে তা বুঝতেই পারছি না। এখন দুই দপ্তর একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছে। এভাবে চলতে থাকলে আন্দোলনে নামা ছাড়া কোনও পথ নেই।

মালদার বনদপ্তরের বিভাগীয় আধিকারিক জিজু জেসফার জে. জানিয়েছেন, এব্যাপারে কিছু জানা নেই। তবে সরকারি গাইডলাইন মেনেই অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। বেআইনিভাবে গাছ কাটার যদি কোনো অভিযোগ আসে তাহলে তা তদারকি করে দেখা হবে।

সিউড়ি পুরসভা চত্বরে পুর কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্বকর্মা পুজো উদ্বোধন করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, পুর কর্মচারী ফেডারেশনের আশিস দে, শেখ আকবর, শেখ ইরফান, শেখ বাদশা এবং সুব্রত চক্রবর্তী। এদিন নরনারায়ণ সেবার ও আয়োজন করা হয়।

কাঁকসাজুড়ে চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনায় সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে ধৃতদের মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা সকলেই বীরভূমের বাসিন্দা। এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। চুরির ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের ধরতেই অভিযানে নেমে সোমবার কাঁকসা থানার পুলিশ কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৬ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এলাকায় হওয়া চুরির কিনারা করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেলাশাসক পদে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পদে পরিবর্তন হল। জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে সোমবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাঝি। এদিন নতুন জেলাশাসককে ফুলের স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল। পূর্বের জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা শিংলাকে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে বদলি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের বদলির নির্দেশ জারি করে নবান্ন।

সুরাট থেকে আমদানি কাপড় বিক্রি হচ্ছে রমরমিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এবার গুজরাট রাজ্যের সুরাট থেকে আমদানি করা হচ্ছে কাপড়। যার দাম দেড়শো টাকা থেকে শুরু। আর এই দেড়শো টাকার কাপড়েই ছয়লাপ কালনার পূর্বস্থলী। সমুদ্রগড়, শান্তিপুর, ফুলিয়ার হাটে প্রায় জলের দরে বিক্রি হচ্ছে এই ধরনের কাপড়। বাংলার বাজার ধরতেই এটা কার হচ্ছে বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, সরাসরি সড়ক পথে সুরাট থেকে থান-কাপড় নিয়ে আসছেন পূর্বস্থলীর মালিকরা। প্রতি থানে থাকে ১০০ থেকে ২০০ পিস কাপড়। সেগুলিকে একটা একটা করে কাটিং করেন মহিলারা। তারপর ভাঁজ করা হয়। এই দু'টি করতে সময় লাগে দেড় থেকে দু' মিনিট। পরে সাবু মাড় করে পাঠানো হয় বিক্রির জন্য। কালনা কাটোয়া রোডে চাঁদপুর, বিদ্যানগর মোড়ে এলেই দেখা যাবে এই কাপড়ের রমরমা। বাড়ির মহিলারা এক মনে থান কাপড় কেটে ভাঁজ করছেন।

অন্যদিকে মালিকরা জানিয়েছেন, 'ক্রেতারা বর্তমানে কম দামে ভালো কাপড় খোঁজেন। বাংলার হাতে বোনা তাঁতের কাপড়ে আড়াইশো টাকার নীচে পাওয়া যায় না। পাওয়ালুমের কাপড়েরও সর্ব নিম্ন রেট একশো আশি থেকে দুশো টাকা। সেখানে সুরাটের কাপড় আমরা দেড়শো টাকায় বিক্রি করতে পারছি। রঙে চার বছরের গ্যারান্টি।

চলন্ত ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজো এবারও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: প্রতি বছরের মতো এবছরও চলন্ত ট্রেনেই হল বিশ্বকর্মা পুজো। ডাউন কাটোয়া লোকাল ভোর পাঁচটা চল্লিশে কাটোয়া ছাড়ে, হাওড়ায় ঢোকে আটটা পঁয়তাল্লিশে। সেই ট্রেন সকাল আটটায় ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ে হাওড়ার উদ্দেশ্যে। কাটোয়া থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার যাত্রাপথে নানা ঘটনার সাক্ষী থাকেন নিত্য যাত্রীরা। প্রতিদিন ট্রেনে করে কর্মস্থলে পৌঁছন তাঁরা। আবার দেখা হয় পরদিন একই সময়। বয়সের বাধা পেরিয়ে একটা অন্যরকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ট্রেনেই অনেকের মধ্যে। সেই ট্রেনের চার নম্বর

কামরার নিত্য যাত্রীরা মূর্তি এনে ট্রেনের কামরার ভিতরেই পুজো করছেন গত কয়েক বছর ধরে। করোনার জন্য ট্রেন বন্ধ থাকায় হয়নি সেই পুজো। রীতিমতো ঢাকঢোল কাঁসর বাজিয়ে পুরোহিততের মন্ত্রোচ্চারণে এবছর হল যন্ত্রের দেবতার পুজো। আর পুজো শেষে প্রসাদ মিষ্টির প্যাকেট ছিল সব যাত্রীদের জন্য।

নবদ্বীপের নিত্য যাত্রী সৈকত পাল জানান, একই কামরায় গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বকর্মা পুজো করছেন তাঁরা। গত দু'বছর পুজো হয়নি। তাই এবার পুজোর আয়োজন। আগামী দিনে আরও জাঁকজমক ভাবে পুজোর আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে তাঁদের এই পুজোর জন্য কারও কোনও অসুবিধা হয় না বলেই দাবি। সব যাত্রীরা খুব আনন্দ করেন। এবারও ঢাকঢোল নিয়ে পুজো হয়। সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। একই ট্রেনের পাঁচ নম্বর কামরাতেও হয় বিশ্বকর্মা পুজো।

ঋতুমতী মহিলাদের ঠাঁই হল না গ্রামে, পুলিশি হস্তক্ষেপে উদ্ধার

টুমাকুরু, ১৮ সেপ্টেম্বর: এ দেশেই বাস্তব জীবন ও চরিত্র থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৈরি হয়েছে 'প্যাডম্যান'-এর মতো বলিউড সিনেমা। জন সচেতনতায় একাধিক শর্ট ফিল্ম। কিন্তু তার পরেও হুঁশ ফিরল কই!

ঋতুকালীন তিন মহিলাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কর্নাটকের টুমাকুরু জেলার এক গ্রামে। এলাকাটি পরিচিত গুবি তালুক নামে। জানা গিয়েছে, গ্রামের ত্রিসীমানার বাইরে একটি নির্জন ঘরে তালাবন্দি করে রেখেছিলেন তাঁদেরকে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। গ্রামবাসীদের বাধা কাটিয়ে তিন জনকেই উদ্ধার করে তারা। ঘটনাটি ঘটেছে আদিবাসী, জনজাতি এবং উপজাতিদের বাস সেখানে। যে মহিলাদের সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটেছে, তাঁরা ওই এলাকারই গোল্লা সম্প্রদায়ের মানুষ। সম্প্রতি এক কোলের শিশু এবং মাকে এ ভাবে গ্রামের বাইরে রেখে দিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। প্রচণ্ড ঠান্ডায় সদ্যোজাত শিশুটি মারা যায়। গত ২৬ জুলাই এই তালুকেই ঘটেছিল সেই মর্মান্তিক ঘটনা।

এই সম্প্রদায় আজও ঋতুমতী মহিলাদের অপবিত্র বলে মনে করে। পুলিশ জানিয়েছে, বহু সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করে এঁদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করেও সফল হয়নি প্রশাসন। এখনও প্রায়ই ঋতুচলাকালীন মহিলাদের একঘরে করে দেওয়া হয় কর্নাটকের এই তালুকে।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর এই ঘটনাটি ঘটে ওই তালুকের চিকনেট্টাগুন্টে গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, যে তিন মহিলাকে ঋতুকালীন গ্রামের বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দু'জন কর্মরতা। এক জন অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী। অন্য জন কাজ করেন স্কুলের মিড-ডে মিল কর্মী হিসাবে। স্থানীয় সূত্রে খবরটি পৌঁছয় গুবি তালুকের তহশিলদারের কাছে। পুলিশ এসে গ্রামবাসীদের নিরস্ত করে উদ্ধার করে তিন জনকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগেও এমন ঘটনা বহু বার ঘটেছে এই গ্রামে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি সপ্তাহে এক বা একাধিক বার পুলিশকর্মীরা হঠাৎ পরিদর্শন করেন গ্রামটিতে। কিন্তু তার পরেও অঘটন ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই শিশু এবং মাকে গ্রামের বাইরে রাখা হয়েছিল পবিত্র করার জন্য। কর্নাটকের এই গ্রামে অন্তঃসত্ত্বাদেরও অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। সন্তান হওয়ার একমাস পরে পবিত্র করার পুজো করিয়ে তবেই গ্রামে প্রবেশের অনুমতি পান তাঁরা। তার মধ্যেই ঘটে অঘটন।

অনুব্রতর জামিন সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: অনুব্রত মণ্ডলের জামিন সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চায় দেশের শীর্ষ আদালত। তারপরই সিদ্ধান্ত হবে অনুব্রত জামিনের ব্যাপারে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন অনুব্রত। তবে তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সিবিআইকে নোটিস পাঠাল দেশের শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ সোমবার জানায়, অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে গোরু পাচার মামলার তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জানার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই এই নোটিস জারি। কারণ, তদন্তের গতি প্রকৃতি জানার পরেই অনুব্রত মণ্ডলের জামিন সংক্রান্ত বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

প্রসঙ্গত, গোরু পাচার মামলায় গত বছর অগাস্ট মাসে ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। এরপর গোরু পাচার মামলায় জেল হেপাজতে হয় অনুব্রতর। বর্তমানে তিহাড় জেলে রয়েছেন অনুব্রত এবং তার কন্যা সুকন্যা মণ্ডল।

সুপ্রিম কোর্টে অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী জানান, প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে তার মক্কেল জেল হেপাজতে রয়েছেন। পাঁচটি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত জামিন পেয়ে গেলেও তাঁর মক্কেল জামিন পাননি। সেই কারণেই জামিনের আবেদন করা হচ্ছে।

এর আগে হাইকোর্টে জামিনের জন্য জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। এদিকে অনুব্রতকে পলিটিক্যাল জায়ান্ট বলে অভিহিত করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। তাঁকে জামিন দেওয়া হলে মামলায় তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করে মামলার ক্ষতি করতে পারেন বলেও জানানো হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। এদিকে অনুব্রত মণ্ডলের তরফে একাধিক শারীরিক অসুস্থতার কারণও দেখানো হয়। এরপর এদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভিত্তিতে কী জবাব দিতে চলেছে সিবিআই এখন সেটাই দেখার।

ছ'দিন ফিসপ্লেট খোলা, নজরই পড়েনি কারও! ছুটেছে বন্দে ভারত, রাজধানী

রাঁচি, ১৮ সেপ্টেম্বর: ফিসপ্লেট খোলা। অথচ তার ওপর দিয়েই ছুটে চলেছে বন্দে ভারত, রাজধানীর মতো প্রিমিয়ার ট্রেন-সহ আরও অনেক ট্রেন! এমনই অভিযোগ রেলের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, রাঁচি রেল ডিভিশনের অন্তর্গত রাঁচি-মুরি রেল ট্র্যাকে গৌতমধারা স্টেশনের কাছে টানা ছ'দিন ফিশ-প্লেট খোলা থাকা অবস্থাতেই ছুটেছে বন্দে ভারত, রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো দ্রুত গতির ট্রেন। চলেছে আরও বেশকিছু মেল-এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনও। টানা ছ'দিন ধরে এমন ঘটনা চলার পর ওই রুট ধরে যাওয়া একটি মালবাহী ট্রেনের চালকের চোখে ফিশ-প্লেট খোলা থাকার বিষয়টি নজরে আসে। এরপরই খবর যায় রেলের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে। ঘটনা শুনে হতবাক রেলকার্তারা। এরপরই দ্রুত এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেয় রেলমন্ত্রক। সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তের পরে ইতিমধ্যে এক রেলকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

রেল সূত্রের খবর, গত শুক্রবার গৌতমধারা ধারা স্টেশনের উপর দিয়ে ওই মালবাহী ট্রেনটি যাওয়ার সময়ে চালকের নজরে পড়ে ফিশপ্লেট খোলা থাকার বিষয়টি। কারণ, ওই লাইনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে অস্বাভাবিক রকমের ঝাঁকুনি অনুভব করেছিলেন চালক। তিনি নিজেই স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে দেখতে পান খোলা ফিশ-প্লেটের বিষয়টি। দ্রুত খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী স্টেশনে, সেখান থেকে রেলের পদস্থ কর্তাদের কাছে।

এদিকে রেল মন্ত্রক সূত্রের প্রাথমিক দাবি, এই লাইনে মেরামতির পরে অসাবধানতাবশত ফিশ-প্লেট খোলা থেকে গিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে রাঁচি ডিভিশনের রেলের আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, গৌতমধারা ও গঙ্গাঘাটের মাঝামাঝি জায়গায় ট্রেন লাইনে মেরামতির কাজ করা হয়েছিল ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর। তারপরে কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। রেলকর্তাদের বক্তব্য, সাধারণভাবে এরকম কোনও মেরামতির কাজ হলে তা সংশ্লিষ্ট সিনিয়র আধিকারিকের ইনস্পেকশন করে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার কথা। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি।

ফলে ৯-১০ সেপ্টেম্বর মেরামতির পর থেকেই ফিশ-প্লেট এই ভাবেই খোলা অবস্থায় পড়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে গাফিলতির জেরে এই কাণ্ড, নাকি ওই মেরামতির পরে পরিকল্পনামাফিক কেউ এমনটা করে রেখেছিল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিকে রাঁচি ডিভিশনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের ব্যাখ্যা, যেহেতু ওই মেরামতির পরে ওই এলাকায় কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল, তাই ওই লাইন দিয়ে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালানো হচ্ছিল। সেই কারণেই রাজধানী, বন্দে ভারত-সহ অন্য কোনও ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। তবে বৃষ্টি ও লাইনে মেরামতির কারণে যখন ট্রেনগুলির গতি কম রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তখনও সংশ্লিষ্ট লাইনে মেরামতির কাজ পরীক্ষা করে দেখা হলো না কেন এ প্রশ্ন উঠছেই। এদিকে গোটা বিষয়টিকে একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে ঘুষ! সিবিআইয়ের জালে ব্রিজ অ্যান্ড রুফসের ৭ জন

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে লাখ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্রিজ অ্যান্ড রুফসের এক কর্তা সহ সাত জনের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের হাতেনাতে পাকড়াও করল সিবিআই। সূত্রের খবর, দেশের নানা জায়গায় হানা দিয়ে ২৬.৬০ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই তল্লাশির তালিকায় রয়েছে কলকাতা, দিল্লি, নয়ডা, মুম্বই, নাগপুর, রাজকোট সহ বিভিন্ন জায়গা। এই প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ টাকা টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে ঘুষ বাবদ তোলা হয়েছিল।

এদিকে সূত্রের খবর, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ নামক একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার এক কর্তার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওড়িশার একটি বেসরকারি স্কুলের নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে ঘুষ চাওয়া হয়। সঙ্গে এও খবর মিলেছে যে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত ছিল।

পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ নামক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার এক কর্তার হয়ে ঘুষ চান আরও একজন। ঘুষ বাবদ ২০ লাখ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বেসরকারি সংস্থাটি। এই ঘুষের খবর পাওয়ার পরে ফাঁদ পাতে সিবিআই। হাওয়ালার মাধ্যমে এই টাকা কলকাতায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। এই লেনদেনের সময়ই সিবিআই পাকড়াও করে অভিযুক্তদের। ১৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকাও বাজেয়াপ্তও করা হয়। সিবিআই সূত্রে জানানো হয়েছে, তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পারে, ওই ঘুষের টাকার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ব্রিজ অ্যান্ড রুফের সিএমডি আশিস রাজদান। তারপরই আশিস সহ মোট সাত জনকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারী অফিসাররা।

অনন্তনাগে জঙ্গি নিকেশে সেনা অভিযান, জঙ্গলে উদ্ধার দেহ

অনন্তনাগ, ১৮ সেপ্টেম্বর: সোমবার ছ'দিন। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে এখনও চলছে জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় সেনার লড়াই। সেনাসূত্রে খবর, জঙ্গল থেকে এক জঙ্গির দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও এক সেনা জওয়ানের দেহের সন্ধান মিলেছে। সোমবার সকাল থেকে কাশ্মীরের অনন্তনাগে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সেনা। সূত্রের খবর, ড্রোনের মাধ্যমে জঙ্গলে এক জঙ্গি ও এক জওয়ানের দেহ দেখতে পাওয়া যায়। এর পরই দগ্ধ অবস্থায় ওই জঙ্গির দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহের পোশাক দেখে নিরাপত্তাবাহিনীর আধিকারিকেরা নিশ্চিত হন সেটি কোনও জেহাদির। জানা গিয়েছে, রবিবারও ওই ভূস্বর্গে সেনার সঙ্গে জঙ্গিদের ব্যাপক গুলির লড়াই চলে। কিন্তু সোমবার নতুন করে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত বুধবার জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে অভিযান শুরু করেছিল সেনাবাহিনী। সেই সংঘাতে শহিদ হয়েছেন ফৌজের দুই অফিসার ও কাশ্মীর পুলিশের এক আধিকারিক। তার পরেই হামলার দায় স্বীকার করে বার্তা দেয় জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবা। তাদের একটি শাখা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট জানিয়েছে, চলতি মাসেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তাদের সংগঠনের এক নেতা খুন হন।

চিনের সামরিক মহড়ায় উদ্বিগ্ন তাইওয়ান, বাড়ছে উত্তেজনা

তাইওয়ান, ১৮ সেপ্টেম্বর: যত দিন যাচ্ছে তাইওয়ান ঘিরে লাল ফৌজের সামরিক মহড়া তীব্র হচ্ছে। রবিবার থেকে মোট ১০৩টি চিনা যুদ্ধবিমান দ্বীপরাষ্ট্রটির সীমান্তে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন তাইপেই। এবার চিনের কাছে এই ধরনের সামরিক মহড়া বন্ধ করার আর্জি জানালো তাইওয়ান। চিনের এই আগ্রাসানে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়ছে।

সোমবার তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে চিনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে 'একতরফা ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ' বন্ধ করার জন্য। বলা হয়েছে, 'রবিবার থেকে ১০৩টি চিনা যুদ্ধবিমান সাগরে দেখা গিয়েছে। যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। গত ২৪ ঘণ্টায় যার মধ্যে কয়েকটি বিমান তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে। এক বছর ধরে চিন এই ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে।' যদিও এই বিষয়ে এখনও বেজিংয়ের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাইওয়ান সীমান্তে সব মিলিয়ে মোট ৬৮টি যুদ্ধবিমান উড়িয়েছিল চিনের লাল ফৌজ। এর মধ্যে ৪০টি বিমান বুধবার সকালে তাইওয়ানের 'এয়ার ডিফেন্স জোনে' ঢুকে পড়ে। এমনকী ১০টি চিনা রণতরীও শনাক্ত করা হয়েছিল। ফলে চিনের এই মহড়া এখন চিন্তার ভাঁজ ফেলছে দ্বীপরাষ্ট্রটির কপালে।

চিন ও তাইওয়ানের মধ্যে বহুদিন ধরে চলছে ক্ষমতা দখলের লড়াই। গত তিন বছরে এই লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। দ্বীপরাষ্ট্রটিকে নিজেদের দখলে আনতে মরিয়া চিন। এর আগেও বহুবার তাইওয়ানের সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে চিনের ফৌজ। কিন্তু 'ড্রাগন'কে এক চুল জমিও ছাড়তে নারাজ তাইওয়ান। ফলে চাপানউতোর বেড়েই চলেছে দু'দেশের মধ্যে। এই সংঘাতে তাইওয়ানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। যা নিয়ে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে জিনপিং প্রশাসন। এখন তাইওয়ানের আকাশ জুড়ে ক্রমশ ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ।

প্রসঙ্গত, চিনের আগ্রাসান রুখতে প্রতিরক্ষা বিষয়ে তাইওয়ান যে বাজেট পেশ করেছে তার পরিমাণ ১৯০ কোটি মার্কিন ডলার। বিপুল অর্থের বাজেট প্রসঙ্গে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন বলেছেন, 'আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তাইওয়ান নিজেদের আরও শক্তিশালী করবে। শক্তিশালী প্রতিরক্ষার দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সহযোগিতা প্রয়োজন।' চিনের বিরুদ্ধে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের উন্নতিতে লেগে পড়েছে তাইওয়ান। তৈরি করা হচ্ছে সাবমেরিনও।

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম-লায়েকপুর, পোঃ- ভালকুটী,
ব্লক- লাভপুর, জেলা- বীরভূম

ই-টেন্ডার নোটিশ

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেগ্রিগেশন শেড নির্মান, 4 টি ঢালাই ড্রেন,1 টি জল সরবরাহের পাইপলাইন, 1 টি সোলার সাব-মার্সিবল স্থাপনের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছে থেকে ই-টেন্ডার আহব্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং - **05/HGP/2023-24, 06/HGP/2023-24** । মোট টেন্ডার মূল্য - 15,84,558.00/- টাকা। আবেদনকারীদের কছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরনের জন্য https://wbtenders.gov.in এবং অফিস নেটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।

স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: 003/15th FC & PBG/Arandi-II/2023-24, Date: 15.09.2023,** for 06 nos. scheme from **15th FC & PBG Fund**. Date of Online Submission **19.09.2023 to 27.09.2023 up to 12:30 PM.** For details information visit undersigned GP Office & eTender portal **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 1 (One) No. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No. WBMAD/ULB/DHM/NIT-03/319(e)/23-24,(3rd Call) Dated-15/09/2023.Last date of submission:03/10/2023.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Diamond Harbour Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice

NIT No.– This office Memo no - 669, Date: 18.09.2023 Duly filled tender are invited for Construction of **(i) Cover Drain (2 nos.), (ii) Installation of Submersible Pump (2 nos.), (iii) Community Toilet (1 no.) & (iv) Repairing of AWC (2 nos.)** from bonafide, eligible resourceful contractor/agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) up to **26.09.2023** for detail information please contact with Memari-II P.S. office notice board/SAE Section.

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

Notice Inviting Tender

The E-Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Ashokenagar - Kalyangarh Municipality.
Tender ID:2023_MAD_571668_1, 2023_MAD_571636_1 & 2023_MAD_571716_1.
Bid Submission End Date: 05-Oct-2023 04:00 PM
for details, please see website at **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

e-Tender Notice

NIT No.– This office Memo no - 668, Date: 18.09.2023 Duly filled tender are invited for **Supply and delivery of Eco-Rickshaw for carrying garbage for different Gram Panchayat (3 nos./GP, totoal 15 unit each Rs. 1,40,000.00** from bonafide, eligible resourceful contractor/agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) up to **26.09.2023** for detail information please contact with Memari-II P.S. office notice board/SAE Section.

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

Sealed Tenders are hereby invited by the Chairman, Garulia Municipality from the eligible Contractor for the following works at different Wards under 15th Finance Commission and Health Scheme. **15th FINANCE COMMISSION NIT No: 81/NIT/GM/PWD/15th FC(UT)/2023-24 dated 15-09-2023** TO **NIT No: 98/NIT/GM/PWD/15th FC(UT)/2023-24 dated15-09-2023 HEALTH SCHEME NIT No: 99/NIT/GM/Health/2023-24 dated 15-09-2023.Last Date of submission of Tender: 26-09-2023 by 4-00 p.m.** Date of Opening of Tender : **27-09-2023 at 1-00 p.m.** Details will be available in the Office Notice Board.

Sd/-Sri Ramen Das
Chairman
Garulia Municipality

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
129/GPW/WBFDC/2023-24	Advance-cum-Creation of Avenue Plantation on ECL land at Kunustoria UG, Kunustoria Area, over 0.42 Km. during the Year 2023-24.	16.09.2023	25.09.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

HARISHPUR GRAM PANCHAYAT
PENRO, UDAYNARAYANPUR, HOWRAH
TENDER NOTICE

E-Tender (1st Call) is invited by The Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, under Udaynarayanpur Dev. Block in district Howrah from bonafied and resourceful contractors for the Eleven nos civil work.

Tender Reference Number –		
1) 27/HGP/15TH CFC/(2023-24)	2) 28/HGP/15TH CFC/(2023-24)	3) 29/HGP/15TH CFC/(2023-24)
4) 30/HGP/15TH CFC/(2023-24)	5) 31/HGP/15TH CFC/(2023-24)	6) 32/HGP/15TH CFC/(2023-24)
7) 33/HGP/15TH CFC/(2023-24)	8) 34/HGP/15TH CFC/(2023-24)	9) 35/HGP/15TH CFC/(2023-24)
10) 36/HGP/15TH CFC/(2023-24)	11) 37/HGP/15TH CFC/(2023-24)	

Bid submission of Start date- **18/09/2023 from 2:00 p.m.** & Bid submission of Last date- **26/09/2023 to 3:00 p.m.** & Bid Opening date- **29/09/2023**
Intending tenderers may visit for the website, https://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/- Prodhan,
Harishpur Gram Panchayat,
Udaynarayanpur, Howrah

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. :UKM/018(e)/2023-24 dt 18.09.2023
1.Restoration of Rigid Pavement by Mastic Asphalt at Kanthal Bagan Bazar area in ward no-11 and 14. **2.**Renovation of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at Jaysankar Lane in ward no- 17. **3.**Construction of bituminous road with Mastic Asphalt at Kerani Danga in ward no-20. **4.**Renovation of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at B.B.D. Road offshoot near the house of Satyanarayan in ward no- 06. 5.Renovation of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at Chanditala street in ward no- 19 and 18. Bid Submission Closing Date – **27.09.2023.**

e-Tender No. :UKM/019(e)/2023-24 dt 18.09.2023
1.Concrete Pavement at Duttapara Lane offshoot near Durgapari and allied works in ward no 13. **2.**ConcretePavement at Rajendra Avenue 2nd Lane and allied works in ward no- 14. Bid Submission Closing Date – **27.09.2023.**

e-Tender No. :UKM/020(e)/2023-24 dt 18.09.2023
1.Construction of bituminous road with Mastic Asphalt at Rice Mill in ward no-21. **2.**Construction of bituminous road with Mastic Asphalt at Roy Para Road in ward no-21. **3.**Renovation of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at S.N. Mukherjee Street in ward no- 16, 19 and 18. **4.**Restoration of Rigid Pavement by Mastic Asphalt at Bachaspati Sarani, Purohit para, Bazar Lane and Chowdhury para in ward no-15 and 16. Bid Submission Closing Date – **04.10.2023.** For Details: - **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, U.K. Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ১৫৭_২০২৩-২৪, ১৬৪_২০২৩-২৪, ১৬৫_২০২৩-২৪ তারিখঃ ১৪.০৯.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ। **ক্র.নং.১. ই-টেন্ডার নং. ১৫৭_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে স্টেশন বিল্ডিং, সাইনেজ বোর্ড সংস্কার, স্টেশনগুলির চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়নের কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ১,২৭,৯৭,৩৪৯.১৮। **বায়না অর্থঃ** ২,১৪,০০০.০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং.২. ই-টেন্ডার নং. ১৬৪_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** বারুইপাড়া - চন্দনপুরের মধ্যে ৪র্থ লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে নর্দমা ও অন্যান্য বিবিধ কাজের ব্যবস্থার অবশিষ্ট অংশের কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৮৮,৩৮,৭৬৮.৭০। **বায়না অর্থঃ** ১,৭৬,৮০০.০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং.৩. ই-টেন্ডার নং. ১৬৫_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় সেস-এর উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ২৮,২২,৬৪৮.৮০। **বায়না অর্থঃ** ৫৬,৫০০.০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-255/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE GUMA II GRAM PANCHAYAT
(Under Habra-II Panchayat Samity, North 24 Parganas)

14 (Fourteen) nos E-Tender has been invited for the work **Tender ID 2023_ZPHD_571586_1 TO 2023_ZPHD_571586_10 & 2023_ZPHD_571724_1 to 2023_ZPHD_571724_1 to 2023_ZPHD_571724_4** UNDER GUMA II GP." Under15th FC fund **Tender Notice no: 42 & 43 / GM II / 2022-2023, dated 18/09/2023** Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and the office notice board of the undersigned. Last date of bid submission : 25/09/2023 up to 12 PM.

Sd/-
Pradhan
Guma II Gram Panchayat
Habra-II Block North 24 Pgs.

NOTICE INVITING E-TENDER
Office of The Banspole Gram Panchayat
(Under Habra II dev. Block

2nos e-Tender has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **1. NIT no. 03/BGP/15thFC/2023-2024 & 04/BGP/15thFC/2023-24 dt. 18/09/2023-24** under 15th CFC fund Please visit the **site: www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned Last date of Bid submission:- **26/09/2023 up to 05-30 PM., Date & Time of opening bids 29/09/2023 at 12PM.**

Sd/-
Prodhan
Banspole Gram Panchayat

W.B. AGRO INDUSTRIES CORPN. LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata – 700001
Website: www.wbagroindustries.com
Email: wb_agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeT No. AIC/PD/EE/NIeT-27/23-24 dt. 18.09.2023
NIeT No. AIC/PD/EE/NIeT-28/23-24 dt. 18.09.2023
NIeT No. AIC/PD/EE/NIeT-29/23-24 dt. 18.09.2023
NIeT No. AIC/PD/EE/NIeT-30/23-24 dt. 18.09.2023

E-tenders are invited by the Executive Engineer for **Supply of Agricultural Implements/Machineries, Plant Protection Equipment and Delivery & Suction Pipe at any block of any District of West Bengal** from Bonafied Manufacturers/Dealers/Distributors/Vendors/ Agency fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**

Last Date for Submission : 30/10/2023 at 16:30 hrs

Tender Notice

On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
A	Construction of double soling BP road	**(1)h/o** sambhu Das towards h/o Manik Das,NIT -282/ 15th. FC - untied/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 208334.00 **(2) h/o** Alok Das towards/o Subhas jJana, NIT -283/ 15th.FC-untied/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 208183.00 **(3)**h/o Radhakroshana Bhakta towards h/o Sarbeswar Patra,NIT-284/15th.FC-untied/NIT/BGP/2023,Scheme Cost-208183.00 **(4)** h/o Sambhu Das towards h/o Manik Das,NIT-286/15th.FC-untied/NIT/BGP/2023,Scheme Cost-208183.00
B	Construction of Concrete road	**(1)** From the h/o Lakshan Mali towards h/o Narayan Ari, NIT -285/ 15th FC-UNTIED/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 208010.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for :25/09/2023, 11-00 a.m.and bid opening is: 27/09/2023, 11-00 a.m.

For detailsPradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

রবিবারের ফাইনালে ৬ উইকেট সেরা কোনটি, নিজেই বেছে দিলেন সিরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার এশিয়া কাপ ফাইনালের পর মহম্মদ সিরাজে আচ্ছন্ন ক্রিকেট বিশ্ব। ক্রিকেটপ্রেমীরা বারে বারে দেখছেন তাঁর অনবদ্য বোলিংয়ের ভিডিয়ো। ৬টা উইকেটের ৪টেই এক ওভারে। ক্রিকেটজীবনের সেরা বোলিং করে সিরাজ নিজেও খুশি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবিবারের ৬টি উইকেট থেকে বেছে নিয়েছেন নিজের সেরাটি।

সিরাজ এশিয়া কাপ ফাইনালে আউট সুইং, ইন সুইংয়ে ক্রমাগত বোকা বানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের। কেউ সুইং বুঝতে না পেরে ক্যাচ দিয়েছেন। কেউ হয়েছেন বোল্ড। সিরাজের সামনে শ্রীলঙ্কার কোনও ব্যাটারই স্বস্তিতে ছিলেন না। সিরাজের বলের লাইন এবং লেংথও বিভ্রান্ত করেছে তাঁদের। প্রতিটা উইকেটই সিরাজ তুলেছেন ব্যাটারকে ভুল করতে বাধ্য করে। একটি উইকেটও ছুড়ে দেননি দাসুন শনাকারা। সতর্ক হয়ে খেলতে গিয়েও আউট হয়েছেন তাঁরা। ৬টি উইকেটের মধ্যে শ্রীলঙ্কার অধিনায়কের উইকেট পেয়ে সব থেকে খুশি হয়েছেন সিরাজ।

নিজের সেরা উইকেট নিয়ে সিরাজ বলেছেন, ‘‘ওয়েস্ট ইন্ডিজ়রে বিরুদ্ধে সিরিজ থেকে এই বলটা অনুশীলন করছিলাম। ক্রিজ়রে একটু বাইরে থেকে এসে আউট সুইং করানোর চেষ্টা করেছিলাম। বলটা নিখুঁত ভাবে করতে পেরেছি। শনাকার উইকেটই তাই সেরা। ঠিক যেমন ভেবেছিলাম, তেমনই হয়েছে। বলা যেতে পারে পরিকল্পনা মতো সব কিছু ঠিকঠাক হয়েছে।’’

দলকে এশিয়া কাপ জেতাতে পেরে উচ্ছ্বসিত সিরাজ। ভারতীয় জোরে বোলার বলেছেন, ‘‘স্পেলটা জাদুর মতো ছিল। এত ভাল বল করতে পারব ভাবিনি। এর আগে তিরুঅনন্তপুরমেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়েছিলাম। সে বার তার পর ৬ ওভার বল করেও পঞ্চম উইকেট পাইনি।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘প্রথম থেকেই ভাল সুইং পাচ্ছিলাম। তাই খুব জোরে বল করার চেষ্টা করিনি। শুধু সঠিক জায়গায় বল রাখার চেষ্টা করেছি। মনে হয়েছিল, ঠিক জায়গায় বল রাখতে পারলেই সুইং পাব।’’

রবিবার শনাকার বলের লাইনে ব্যাট নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও উইকেট রক্ষা করতে পারেননি। বল পিচে পড়ার পর আউট সুইং করে। রক্ষণাত্মক শনাকার ব্যাটের নাগাল এড়িয়ে অফ স্টাম্প ভেঙে দেয় বলটি। সিরাজের এই বলটির প্রশংসা করেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও। তাঁদের মতে, এমন বল খেলা কঠিন শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব।

ইঞ্জেকশন নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে আসছেন

বিশ্বকাপের আগে উদ্বেগে দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের আগে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে আরও এক ক্রিকেটারকে নিয়ে। কিছুটা হলেও চিন্তায় প্যাট কামিন্সেরা। কারণ, স্টিভ স্মিথের কব্জির ব্যথা এখনও সম্পূর্ণ কমেনি। এখনও ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে তাঁকে।

চোটের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে পারেনি স্মিথ। তবে ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ়রে দলে তাঁকে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকেরা। কিন্তু তিনি কি খেলতে পারবেন? স্মিথের ব্যথা সম্পূর্ণ না কমায় তৈরি হয়েছে উদ্বেগ।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর। তার আগে বাঁ হাতের কব্জির ব্যথা কমিয়ে ফেলতে মরিয়া স্মিথ। শরীরের নির্দিষ্ট অংশের ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে সিরিজ মূলত বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। সে জন্যই স্মিথ খেলতে চাইছেন। স্মিথ বলেছেন, ‘‘ব্যাটিং অনুশীলন শুরু করেছি। তেমন সমস্যা হচ্ছে না। মনে হয় না খেলতে কোনও সমস্যা হবে। আশা করছি আর ইঞ্জেকশন নিতে হবে না। আমার কব্জির অবস্থা এখন অনেকটাই ভাল। বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও দু’সপ্তাহের বেশি বাকি। তার আগে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে। আশা করছি সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে।’’

বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে স্মিথ আশাবাদী হলেও, তাঁর চিন্তা ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ় মাঠে নামা নিয়ে। বেশ কিছু দিন খেলার বাইরে থাকায় ভারতের মাটিতে খেলেই প্রস্তুতি সারতে চাইছেন তিনি। তাই রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাশেজ সিরিজ়রে দ্বিতীয় টেস্টে চোট পেয়েছিলেন স্মিথ। সেই চোট নিয়েই খেলেছিলেন গোটা সিরিজ। তার পর আর মাঠে নামেননি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক।

গম্ভীর-কোহলি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া চলছেই এশিয়া কাপ মিটতেই বিরাট চিমটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। এ বার তাদের লক্ষ্য দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতা। সেই প্রতিযোগিতার আগে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। তার আগেই আচমকা আলোচনায় গৌতম গম্ভীর। তাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির ঠান্ডা লড়াই চলছেই। অনেকটা পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার মতো। আইপিএলের প্রসঙ্গ টেনে এনে গম্ভীর কটাক্ষ করলেন কোহলিকে। রোহিত শর্মার ট্রফির সংখ্যা দিয়ে কোহলির সমালোচনা করেছেন তিনি।

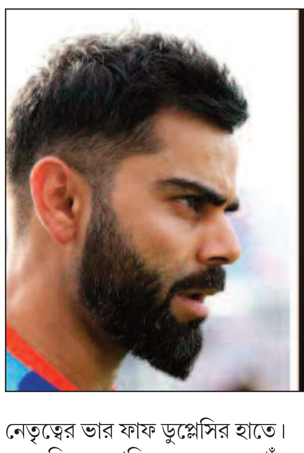

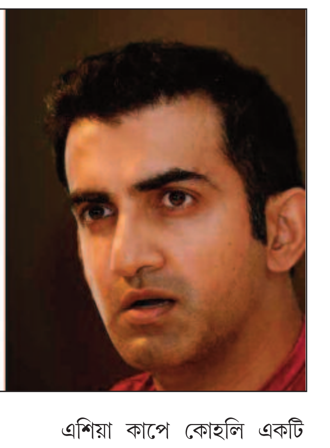

পাঁচ বছর পর এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। রোহিত সেই দলের নেতা। রোহিতের প্রশংসা করতে গিয়ে গম্ভীর বলেছেন, তঅধিনায়ক হিসাবে রোহিতের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই থাকার কথা নয়। ও পাঁচটা আইপিএল ট্রফি জিতেছে। অনেকে তো এমনও রয়েছে, যারা একটাও আইপিএল জেতেনি।

মুখে না বললেও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য যে কোহলি তা বোঝাই যাচ্ছে। দীর্ঘ দিন অধিনায়ক থাকলেও দলকে আইপিএল জেতাতে পারেননি কোহলি। এখন নেতৃত্বের ভার ফাফ ডুপ্লেসির হাতে। অন্য দিকে, রোহিতের নেতৃত্বে পাঁচ বার আইপিএল জিতেছে মুম্বই। অভিজ্ঞতার জন্যেই ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভারও পেয়েছেন। দেশের হয়ে টানা ক্রিকেটের মাঝে কেন আচমকা আইপিএলের প্রসঙ্গ টানলেন গম্ভীর, সেই প্রশ্ন উঠছে।

গত আইপিএলে কোহলি এবং গম্ভীরের মধ্যে একাধিক বার ঝামেলা হয়েছে। জরিমানাও হয়েছে গম্ভীর এবং তাঁর দল লখনউ সুপার জায়ান্টসের ক্রিকেটারের। তাতেও শিক্ষা নেননি গম্ভীর। নতুন করে ফের বিতর্ক বাড়ালেন তিনি।

এশিয়া কাপে কোহলি একটি শতরান করেছেন। রান পেয়েছেন রোহিতও। তবে ফাইনালে সব নজর একাই কেড়ে নিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। তাঁর ৬টি উইকেট ভারতকে শুধু ট্রফি জিততেই, একাধিক নজির তৈরি করেছে। বিশ্বকাপেও এই ছন্দ বজায় রাখবেন এমনই আশা রয়েছে সমর্থকদের।

প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপ জয়ের পরেই রোহিতের চোখ বিশ্বকাপের দিকে। রোহিত বলেছেন, তএই প্রতিযোগিতা জেতার জন্য আমরা সব কিছু করেছি। এ বার ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ আর বিশ্বকাপই লক্ষ্য।দ এশিয়া কাপের ফাইনালে যদিও ঝড় তোলেন মহম্মদ সিরাজ। একাই ৬ উইকেট তুলে নেন তিনি। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ৫০ রানে। এমন তৃপ্তির জয়ের পর রোহিত বলেন, তএই রকম ভাবে খেলতে পারলে ভাল লাগে। দলের চরিত্র বোঝা যায়। বল হাতে যে ভাবে শুরু করেছিলাম আমরা, সেই ভাবে ব্যাট হাতে শেষ করলাম।

মহম্মদ সিরাজের সুইংয়ের দাপট দেখে এক সময় স্লিপে চার জনকে দাঁড় করিয়ে দেন রোহিত। তিনি বলেন, তস্লিপে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম। আমাদের পেসারেরা যে ভাবে বল করেছে, তাতে আমি গর্বিত। প্রত্যেকে প্রচুর পরিশ্রম করে। ওদের চিন্তাভাবনা খুব পরিষ্কার। এমন খেলা দেখতে ভাল লাগে। অনেক দিন পর তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলাম ম্যাচটা। এমন যে হবে সেটা ভাবিনি। সিরাজকে কৃতিত্ব দিতে হবে। যে ভাবে বল হাওয়ায় বাঁক খাওয়াচ্ছিল আবার পিচে পড়ার পরেও সুইং করছিল, তা খুব বেশি দেখা যায় না। সময়ের সঙ্গে আরও পরিণত হচ্ছে ও।

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার ১৮ দিন আগেই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। এর আগে ১৭ জনের দল ঘোষণা করেছিল তারা। এ বার তার থেকে দু’জনকে বাদ দিয়ে ১৫ সদস্যের নাম জানিয়ে দেওয়া হল। স্বাভাবিক ভাবেই সেই দলে সুযোগ পেয়েছেন গত বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক বেন স্টোকস। দলে একটি চমকও রয়েছে।

গত বারের বিশ্বকাপে নজরকাড়া বোলার জফ্রা আর্চার এ বার আর জায়গা পাননি। ১৭ জনের দলে বাদ পড়েছিলেন হ্যারি ব্রুকও। কিন্তু পিঠের চোটে জেসন রয় কাবু হয়ে পড়ায় ব্রুককে দলে নেওয়া হয়েছে। নিউ জ়ল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে খেলতে পারেননি রয়। তবে সামনে আয়ারল্যান্ড সিরিজ রয়েছে। সেখানে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে চূড়ান্ত দলে ঢুকতে পারেন। কারণ ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দলে পরিবর্তন করা যাবে।

কিছু দিন আগেই নিউ জ়ল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২৪ বলে ১৮২ রান করেছেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের হয়ে এক দিনের ক্রিকেটে যা সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান। অবসর ভেঙে ফিরে এসেই ছন্দে তিনি। তবে বিশ্বকাপে বল করবেন না। চূড়ান্ত দলে জায়গা পাকা করেছেন দাউইদ মালানও, যিনি নিউ জ়ল্যান্ড সিরিজে সর্বোচ্চ রান করেছেন।

ইংল্যান্ডের দলে পেস বোলারের আধিক্য রয়েছে। স্যাম কারেন, রিসি টপলি, ডেভিড উইলি, মার্ক উড এবং ক্রিস ওকস রয়েছেন। দলে চমক পেসার গাস অ্যাটকিনসন, যিনি এর আগে মাত্র তিনটি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। স্পিনার হলেন আদিল রশিদ এবং মইন আলি।

বিশ্বকাপের আগেই আবার হতে পারে ভারত-পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপে দু’বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান। তৃতীয় বার দ্বৈরথ হয়নি পাকিস্তান ফাইনালে উঠতে না পারায়। কিছু দিন অপেক্ষার পর ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপে আবার দুই দেশ মুখোমুখি। কিন্তু তার আগেই বিশ্বের পূর্বপ্রান্তে মুখোমুখি হতে পারে দুই প্রতিবেশী দেশ। সব ঠিকঠাক থাকলে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারে ভারত এবং পাকিস্তান। সেই ম্যাচ নিয়ে এখন থেকেই উত্তেজিত রিঙ্কু সিংহ। তাঁর আশা, পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জিতেই ফিরবেন।

সেই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজিত রিঙ্কু

ভারত এবং পাকিস্তান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। তার আগে গ্রুপ পর্যায়ে ছোট দেশগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে খেলে নকআউটের যোগ্যতা অর্জন করবে। শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশও কোয়ার্টার থেকে খেলছে। দুই দেশই যদি সব ম্যাচ জেতে তা হলে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।

সেই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু বলেছেন, তআমি নিশ্চিত যে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে ভারত এবং পাকিস্তান ফাইনাল খেলবে। আমাদের দলটা বেশ শক্তিশালী। দলে তারকা এবং প্রতিভাবান ক্রিকেটারেরা রয়েছে। রুতুরাজের মতো প্রতিভাবান অধিনায়ক রয়েছে। ওর অধীনে খেলার জন্যে মুখিয়ে রয়েছি। ভারতীয় দলে তাড়াতাড়ি যোগ দিতে চাই। এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জিতে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

আইপিএলের সেই পাঁচ ছক্কার পর জীবন যে অনেকটাই বদলে গিয়েছে এটা মানছেন রিঙ্কু। কিন্তু নিজে যে বদলাননি সেটাও বলেছেন। রিঙ্কুর কথায়, তওই অনুভূতি বর্ণনা করা যায় না। সবাই জানে আমি কোন পরিবার থেকে, কী ভাবে উঠে এসেছি। যে কষ্ট আমাদের করতে হয়েছে তার জন্যে আমি এখানে। আমার কেরিয়ারে ওই পাঁচটা ছয়ের ভূমিকা অপরিসীম। এখন আমাদের নতুন বাড়ি। পরিবারও ঠিক জায়গায় এসেছে। পরিবারই আমার কাছে অনুপ্রেরণা।

রিঙ্কুর সংযোজন, এক ওভারে পাঁচটা ছয় মারা সোজা কথা নয়। আমি বেশি খুশি দল জেতায়। গোটা দলের শুভেচ্ছা পেয়েছি। খুব খুশি সবাই। কিন্তু আমি বদলাইনি। আগে মাঠে নামলে কেউ চিনত না। এখন সবাই চিনতে পারে। এটাই আমার জীবনের অন্যতম বদল।

দুই ক্রিকেটারের বিশ্বকাপ খেলা অনিশ্চিত!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, তত উদ্বেগ বাড়ছে ক্রিকেট মহলে। প্রস্তুতির জন্য প্রায় সব দেশই ম্যাচ খেলছে। তাতেই চোট লাগছে ক্রিকেটারদের। বিশ্বকাপে না খেলতে পারার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে একের পর এক ক্রিকেটারের।

টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রমশ কমেছে এক দিনের ক্রিকেট। এখন আর খুব বেশি ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলে না দলগুলি। তাই প্রস্তুতির জন্য বিশ্বকাপের আগে সব দেশই এক দিনের সিরিজ বা প্রতিযোগিতা খেলতে ব্যস্ত। সব দলই প্রথম একাদশ নিয়ে পরীক্ষা সেরে নিচ্ছে। তাতেই বাড়ছে চোট-আঘাত। যেমন এশিয়া কাপে চোট পাওয়া পাকিস্তানের জোরে বোলার নাসিম শাহের বিশ্বকাপ খেলাই অনিশ্চিত। উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ভারতের অক্ষর পটেলকে নিয়েও। তেমনই দক্ষিণ আফ্রিকার দুই জোরে বোলারেরও বিশ্বকাপে খেলা অনিশ্চিত।

বিশ্বকাপের ১৫ জনের দলে রয়েছেন অনরিখ নোখিয়ে এবং সিসান্দা মাগালা। চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের এক দিনের সিরিজ়রে সব ম্যাচ খেলতে পারেননি তাঁরা। নোখিয়ের পিঠের নীচের অংশে চোট রয়েছে। মাগালার চোট বাঁ পায়ের হাঁটুতে। দু’জনেরই পুরো ফিট হতে কিছু দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎকেরা। নির্দিষ্ট ভাবে সময় বলা হয়নি। তাই নোখিয়ে এবং মাগালার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বিশ্বকাপ খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ভারতে আসার কথা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর।

বিশ্বকাপের সব থেকে বিপজ্জনক দল হতে চলেছে ভারত: শোয়েব আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শোয়েব আখতার এশিয়া কাপের শুরুতে ভারতকে আন্ডারডগ তকমা দিয়েছিলেন। কিন্তু রোহিত শর্মারা এশিয়া সেরা হওয়ায় এখন ভারতকেই সব থেকে বিপজ্জনক বলছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন জোরে বোলার। রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বের আলাদা করে উল্লেখ করে ভারতের প্রশংসা করেছেন তিনি।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েব আগেই উল্লেখ করেছেন রোহিতের কথা। বলেছেন, তগত দেড়-দু’বছর ধরে ওকে চেনা ফর্মে দেখতে পাইনি। একটু অন্য রকম লাগছিল। কিন্তু এখন দলে নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে। বাকিদের নিয়ে ভাল চলতেও পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ঠিক সময়ে কুলদীপ যাদবকে দলে নিয়েছে।

এর পরেই ভারতের প্রশংসা করে শোয়েব বলেছেন, তবিশ্বকাপের আগেই নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে ভারত। বিশ্বকাপের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দল হতে পারে ওরা। দারুণ পেস এবং স্পিন বোলিং বিভাগ রয়েছে ওদের। যে যে জায়গায় খামতি ছিল সব ঠিক করে নিয়েছে। ভারত, তোমাদের কুর্নিশ। দারুণ কাজ করেছ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ওদের আন্ডারডগ মনে হয়েছিল। তার পর থেকে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

অন্য একটি চ্যানেলে পাকিস্তানের আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি প্রশংসা করেছেন ভারতের বোলিং আক্রমণের। বলেছেন, তমনে হচ্ছিল ইংল্যান্ডের পরিবেশে কোনও দল বল করছে। একদম টেস্ট ম্যাচের মতো দেখতে লাগছিল। মহম্মদ সিরাজ এবং যশপ্রীত বুমরার বোলিং খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি। কোনও রকমারি বোলিংয়ের চেষ্টা করেনি। স্রেফ ঠিক জায়গায় বল রেখে গিয়েছে।

দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ, কাদের জন্যে জিততে চান, জানিয়ে দিলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারত। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে তারা। দেশের মাটিতে ট্রফির দাবিদার হিসাবে শুরু করেছে রোহিত শর্মার দল। বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগেই বিরাট কোহলি জানিয়ে দিলেন, সমর্থকদের জন্যেই এই ট্রফি বেশি করে জিততে চান। দেশের মাটিতে ট্রফি জেতার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না তাঁরা।

দু’বার এক দিনের বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। শেষ ট্রফি এসেছে ১২ বছর আগে। ২০১১ সালে মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল। মাঝে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ট্রফি জিতেছে। আবার সেই ট্রফি ভারতে ফেরাতে মরিয়া ক্রিকেটারেরা। বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কোহলি বলেছেন, তআমাদের সমর্থকদের যে আবেগ এবং অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে সেটাই বিশ্বকাপ জেতার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। আগের বিশ্বকাপের স্মৃতি, বিশেষত ২০১১ সালে জেতার পরে যে অনুভূতি হয়েছিল তা এখনও হৃদয়ে থেকে গিয়েছে। আমরা সমর্থকদের জন্যে নতুন স্মৃতি তৈরি করতে চাই। কোহলির মুখে এসেছে স্বপ্ন সত্যি করার কথাও। এ বার জিতলে দু’টি বিশ্বকাপ জেতা হবে তাঁর। সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, তবিশ্বকাপের অসাধারণ যাত্রার সঙ্গী হতে পেরে আমি গর্বিত। বিশ্বকাপই আমাদের সমর্থকদের আবেগকে আসল ভাবে ফুটিয়ে তোলে। আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে স্বপ্ন সত্যি করতে চাই।

একই কথা বলেছেন রবীন্দ্র জাডেজাও। তাঁর কথায়, তক্রিকেটার হিসাবে আপনার সাফল্যের জন্যে লাখ লাখ সমর্থক পাশে দাঁড়াচ্ছে, চিৎকার করছে, এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমরা জানি, এই অভিযানে গোটা দেশ আমাদের সঙ্গে থাকবে। নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে আমরা ওদের গর্বিত করতে চাই।